মহিমান্বিত তিনটি রাত

মাসুদা সুলতানা রুমী

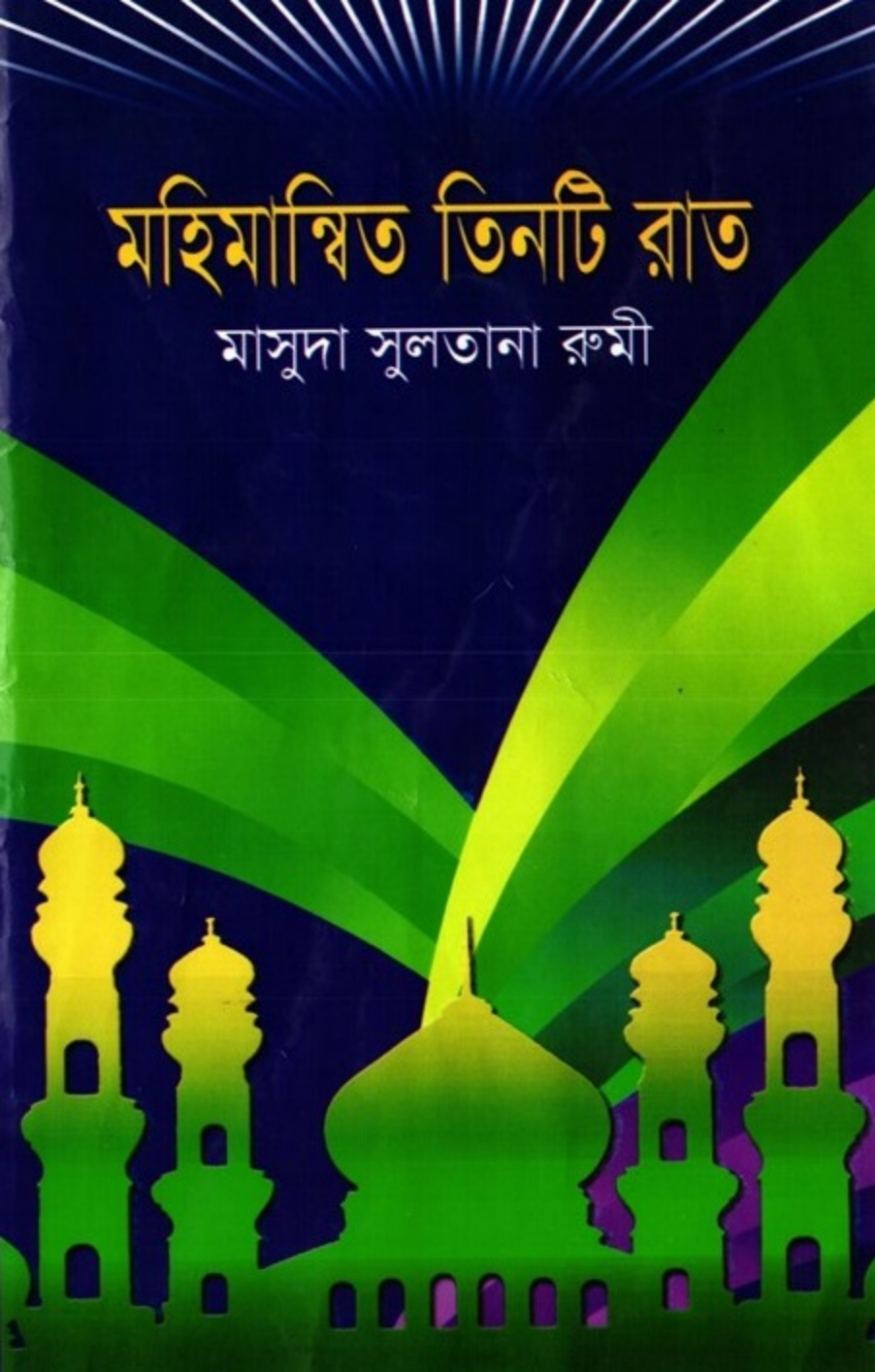

মহিমান্বিত তিনটি রাত

মাসুদা সুলতানা রুমী

রিমঝিম প্রকাশনী

বাংলাবাজার ঃ বুক্স এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
তৃতীয় তলা দোকান নং-৩০৯
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭৩৯-২৩৯০৩৯,
০১৫৫৩৬২৩১৯৮

কুষ্টিয়া ঃ বটতৈল কেন্দ্রীয় ঈদগাহ্ সংলগ্ন
বিসিক শিল্প এলাকা, কুষ্টিয়া
মোবাইল ঃ ০১৭৩৯-২৩৯০৩৯,
০১৫৫৩৬২৩১৯৮

পরিবেশক

প্রফেসরস পাবলিকেশন্স
৩৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল ঃ ০১৭১১২৮৫৮৬

প্রফেসরস বুক কর্ণার
১৯১, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল ঃ ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

www.amarboi.org

প্রকাশক ঃ
জনাব নূর মোহাম্মদ (ইঞ্জিনিয়ার)
রিং রোড, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।

তৃতীয় প্রকাশ
মে ২০০৯
৪র্থ প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১০
৫ম প্রকাশ জুন ২০১১

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

বর্ণ বিন্যাস ঃ
নিউ একতা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

মুদ্রণে
আল ফয়সল
বাংলাবাজার

প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান

মূল্য : ২৫.০০ টাকা মাত্র।

Mohimannito Tinte Rat : Written by Masuda Sultana Rumi, Published by Abdul Kuddus Sadi, Rimzim Prokashoni, Banglabazar, Dhaka-1100. Price : 25.00 Only

www.amarboi.org

-ঃ লেখিকার কথা ঃ-

বিদ'য়াত, শিরক আর কুসংস্কারের কুয়াশায় ঢেকে গেছে আমাদের ইবাদত। ফরজ,সুন্নত ও নাফলের মধ্যে যে পার্থক্য অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তা যেন বোঝেই না আমাদের অধিকাংশ মুসল্লী।

ইবাদাতের নামে এমন সব কাজ করে যা মোটেও ইবাদাত না। আবার ফরজ ইবাদাতকে গুরুত্বহীন করে এমনভাবে নফল ইবাদতে মশগুল হয় যা সত্যি আপত্তিজনক।

অনেকেই এই ধরনের আচরণ করে অজ্ঞতার কারণে। আল কুরআন এবং সহী হাদিসের পরিবর্তে অনেককে দেখা যায় এমন সব কেতাব নামধারী বই পুস্তক পড়ে যা দুর্বল ও জাল হাদিসে ভরপুর। শবে-মিরাজ, শবে বরাত এবং শবে কদর নিয়ে মনগড়া এবং বিভ্রান্তিকর সব তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে এইসব পুস্তি কাদিতে। ছোট বেলায় দাদী, নানী, মা, ফুফুদের সাথে নিজেও ঐসব বিদয়াতী কাজ করেছি।

মহান রাব্বুল আলামীন যে দিন থেকে সরাসরি আল-কুরআন এবং সহীহ হাদিস থেকে শিক্ষা নেওয়ার তৌফিক দিয়েছেন সেই দিন থেকেই এইসব প্রচলিত বিদয়াত থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছি। আর সেই সাথে আমার অন্যান্য মুসলিম মা বোনরাও যাতে ইবাদাত বিধ্বংশি এইসব আমল থেকে দূরে থাকতে পারে সেই লক্ষ্যেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। বিজ্ঞ পাঠকদের কাছে আমার আবেদন তাদের দৃষ্টিতে আমার এই লেখার কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে অবশ্যই যেনো আমাকে জানান। আমি আগামীতে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ। আর এই লেখাসমূহ হয় যেন আমার মুক্তির অসিলা। আমীন। সুম্মা আমীন।

মাসুদা সুলতানা রুমী
শ্যামলী, ঢাকা।

www.amarboi.org

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

০১. শবে মিরাজ	০৫
০২. মিরাজের তারিখ ও বর্ণনা	০৬
০৩. মিরাজের উদ্দেশ্য	১৩
০৪. মিরাজের প্রাপ্তি	১৩
০৫. মিরাজের শিক্ষা	১৩
০৬. বিতর্কিত ইবাদাত শবে বরাত	২২
০৭. লাইলাতুল কদর	২৮
০৮. মহান আল্লাহ এ রাত সম্পর্কে বলেন	২৮

www.amarboi.org

শবে মিরাজ

মিরাজের পটভূমি : নবুয়তের পর বার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেছে প্রতিটি ঘরে ঘরে। সমগ্র আরবে এমন কোন গোত্র ছিল না যে গোত্রের দু চারজন এই দ্বীনের ছায়াতলে আসেনি। আরব মরুভূমির প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এই দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছিল। খোদ মক্কা নগরেই এমন একদল জীবনবাজী রাখা জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল যারা এই দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য যে কোন বিপদ মুসিবতের ঝুঁকি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল।

কাফেরদের সীমাহীন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চল্লিশজন সাহাবী রসূল স.-এর নির্দেশে হযরত জাফর রা.-এর নেতৃত্বে হাবশার দিকে হিজরত করেন।

তিন বছর শেবে আবু তালেবে অবরুদ্ধ থাকার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে না ছাড়তেই রসূল স.-এর বিপদের বন্ধু চাচা আবু তালেব ইন্তেকাল করেন। এই বিয়োগ ব্যথা ভুলতে না ভুলতেই প্রধান পৃষ্ঠপোষক, জান ও মাল উৎসর্গকারী, প্রাণপ্রিয় জীবন সাথী হযরত খাদিজা রা. ইন্তেকাল করেন। এই পরিস্থিতিতে কাফেরদের অত্যাচারের উৎসাহ ও সাহস চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

ওদিকে ইয়াসরেবের বিখ্যাত আওস ও খাযরাজ গোত্রের মত শক্তিমান গোত্রদ্বয়ের বিরাট সংখ্যক লোক ইসলামের মর্মবাণী বুঝতে পেরেছিল। আসলে 'রাত যত গভীর হয় প্রভাত তত নিকটবর্তী হয়।' তখন ঠিক এমনি একটি পরিস্থিতিই হয়েছিল। এ সময় রসূল স. তায়েফে যান। তাঁর মনে আশা ছিল তায়েফের জনগণ তাকে বুঝতে পারবে। তাঁর দাওয়াত হয়ত গ্রহণ করবে। কিন্তু তায়েফে রসূল স.-এর যে দুরাবস্থা হয়েছিল ইতিহাসের ভাষা তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিতে পারেনি। একবার হযরত আয়েশা রা. জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হে রসূল স. আপনি কি ওহুদের চেয়েও কঠিন দিনের সম্মুখীন কখনও হয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, 'আয়েশা তোমার জাতি আমাকে আর যতই কষ্ট দিয়ে থাকুক আমার জন্য সবচেয়ে কষ্টকর দিন ছিল তায়েফের দিনগুলো। যে দিন আমি আব্দ ইয়ালিলের কাছে দাওয়াত দিলাম, সে তা প্রত্যাখান করলো আর আমাকে এত কষ্ট দিলো যে অতি কষ্টে কোন রকমে রক্ষা পেলাম।' (আল মাওয়াহিবুল লাদুননিয়া, ১ম খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)

এই পথে যারা চলেন। এই দায়িত্ব যারা পালন করেন তাদের সাফল্যের সুসংবাদ কখন আসে সে কথা কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে :

তাদের ওপর বিপদ মুসিবত ও দুর্যোগ নেমে এলো এবং তারা একেবারেই দিশেহারা হয়ে পড়লো, এমনকি রসূল ও তাঁর সহচর মুমিনরা বলে উঠলো, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী (বাকারা-২১৪)।

www.amarboi.org

তায়েফের অভিজ্ঞতার পর রসূল স.-এর জীবনের সর্বশেষ এবং সর্বকঠিন পরীক্ষার দিন যেন শেষ হলো! আল্লাহর বিধান অনুসারেই একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তখন অবধারিত হয়ে পড়েছিল। ইবাদতের একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা কাঠামোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই সুসংবাদ দেয়ার উদ্দেশ্যেই রসূল স.-কে মেরাজের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়। কুরআন মজীদে সূরা বনী ইসরাইলে কেবল মসজিদে হারাম বা কাবাঘর থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত নবী করিম স.-এর গমন করার উল্লেখ রয়েছে। আর এই গমনের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে নিজের কিছু নিদর্শন দেখাতে চান। আল কুরআনে এর অধিক কোন'বর্ণনা দেয়া হয়নি, অবশ্য হাদীসে এর ব্যাপক বর্ণনা এসেছে।

মিরাজের তারিখ ও বর্ণনা : সর্বসম্মতিক্রমে এ কথাই ঠিক যে নবুয়তের দ্বাদশ বছরে ২৭ শে রজব মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল। রসূল স.-এর বয়স তখন ৫২ বছর। সেদিন তিনি তার চাচাত বোন উম্মে হানীর ঘরে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। এই সময় হযরত জিবরাইল আ. তাকে নিয়ে কাবা শরিফের হাতিম নামক স্থানে আসেন। সেখানে তাঁর সিনা চাক করা হয়। অতঃপর বোরাকে সওয়ার হয়ে মক্কা থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত সফর করেন। তারপর বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে সপ্তম-আসমান পরিভ্রমণ করেন মানে আরশে মোয়াল্লা পর্যন্ত।

বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থ ও বুখারী শরীফ থেকে জানা যায় একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম তাঁর চাচাত বোন উম্মে হানী বিনতে আবু তালিবের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। ফেরেশতা জিবরাইল আ. ও মিকাইল আ. সেখান থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে আসেন এবং কাবা শরীফের হাতিম নামক স্থানে রাখেন। তিনি সেখানে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়েন। হাসান রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স. বলেন, 'আমি হাজরে আসওয়াদের কাছে ঘুমিয়ে ছিলাম। জিবরাইল আ. আমাকে চিমটি কাটলেন। আমি উঠে বসলাম কিন্তু কিছু না দেখে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। পরপর তিনবার চিমটি কাটার পর আমি উঠে বসি। জিবরাইল আ. আমার 'সীনা চাক' করেন। অতঃপর আমাকে নিয়ে মসজিদে হারামের কাছে এলেন সেখানে আমি একটি সাদা বর্ণের জন্তু দেখতে পেলাম। তা ছিল খচ্চর ও গাধার মাঝামাঝি আকৃতির। তার দু উরুতে দুটি পাখা ছিল। পাখার সাহায্যে জন্তুটি দ্রুত উড়তে পারে। তিনি আমাকে ঐ জন্তুটির ওপর সওয়ার করালেন। অতঃপর আমাকে নিয়ে রওনা দিলেন। যেন দুজনের কেউ কাউকে হারিয়ে না ফেলি এতটা পাশাপাশি আমরা চলতে লাগলাম।' (সীরতে ইবনে হিসাম)।

বায়তুল মোকাদ্দাস গিয়ে তাঁরা যাত্রা বিরতি করেন। বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত এ সফরকে বলে ইসরা। কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত সফর কালে জিবরাইল আ. কয়েক জায়গায় অবতরণ করে নামায আদায়

www.amarboi.org

করেন। যথা: (১) জিবরাইল আ. বলেন, মদীনা, এটা আপনার হিজরতের শহর, (২) সীনাই উপত্যকা, যেখানে হযরত মুসা আ. তাঁর পরওয়ারদেগারের সাথে কথা বলেছিলেন এবং মহান আল্লাহর নূর দর্শনে বেহুশ হয়ে পড়েছিলেন, (৩) হযরত শুয়ায়েব আ.-এর আবাস ভূমি মাদায়েন শহর, (৪) হযরত ঈসা আ.-এর জন্ম স্থান বায়তুলহাম।

মসজিদুল হারাম থেকে বোরাক বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে চলার সময় জনৈকা রূপবতী মনোরমা নারী বলল, 'আমি আপনার অপেক্ষায় আছি আমার কথা শুনুন।' মহানবী স. ঘৃণা ভরে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবার এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আহবান করে বলল, 'আমার জন্য একটু অপেক্ষা করুন, আমি কয়েকটি কথা বলব।' নবীজি স. সেদিকেও কর্ণপাত করলেন না। জিবরাইল আ. ব্যাখ্যা করে বললেন, 'প্রথমে যে রূপবতী নারীকে আপনি দেখেছেন সে হচ্ছে পৃথিবী। আপনি যদি তার প্রতি আকৃষ্ট হতেন এবং তার আহবানে সাড়া দিতেন তাহলে আপনার উম্মত দুনিয়ার ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে পরকালের কথা ভুলে যেত। দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে বহুরূপী শয়তান। মিরাজ সফরের প্রথম পর্ব বায়তুল মোকাদ্দাসে শেষ হলো।

বায়তুল মোকাদ্দাসের সেই রজনীতে করা হয়েছিল মহাআয়োজন, সকল নবী রসূল ও ফেরেশতাদের হয়েছিল শুভ সমাবেশ। সকলেই বিশ্বনবী স.-এর অপেক্ষায় ছিলেন। এমন সময় জিবরাইল আ. মহানবী স.-কে নিয়ে উপস্থিত হলেন। অতঃপর নামাযের প্রস্তুতি নেয়া হলো। জিবরাইল আ. মহানবী স.-এর হাত ধরে ইমামতির জন্য তাঁকে আগে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তিনি যে সকল নবীর আমীর ও ইমাম এই মজলিসে তারই প্রমাণ হলো। এর পর নবীজির সামনে তিনটি পাত্র হাজির করা হলো— দুধ, শরাব ও মধু। তিনি দুধের পেয়ালা তুলে নিলেন। জিবরাইল আ. সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'অতি উত্তম করেছেন, স্বভাবকেই গ্রহণ করেছেন।'

মিরাজের ঘটনা সম্পর্কে ইবনে ইসহাক বলেন, আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে, আবু সাইদ খুদরী রা. বলেন, 'আমি রসূল স.-এর মুখ থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন, বায়তুল মোকাদ্দাসের অনুষ্ঠান শেষ হলে আমার সামনে ঊর্ধ্বকাশে আরোহণের সিঁড়ি হাজির করা হলো। এমন সুন্দর কোন জিনিস আমি আর কখনও দেখিনি। মৃত্যুর সময় হলে মানুষ এই সিঁড়িই দেখতে পায় এবং এর দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। আমার সংগী জিবরাইল আ. আমাকে ঐ সিঁড়িতে আরোহণ করালেন এবং আমাকে সাথে নিয়ে আকাশের একটি দরজায় গিয়ে থামলেন। এ দরজাকে বাবুল হাফাজাহ বা রক্ষকদের দরজা বলা হয়। এখানে ইসমাইল নামক একজন ফেরেশতা কর্তব্যরত রয়েছেন। তার অধীনে রয়েছে বার হাজার ফেরেশতা, এই সব ফেরেশতার প্রত্যেকের অধীনেও আবার বার হাজার করে ফেরেশতা আছে।'

www.amarboi.org

এই হাদীসটি বর্ণনা করার সময় রসূল স. কুরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন। 'ওয়া মা ইয়ালামু জুনুদা রব্বিকা ইল্লাহুয়া' অর্থাৎ তোমার প্রভুর সৈন্য সামন্তের সংখ্যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। (সূরা আল মুদ্দাসির)

নবী স. বললেন অতঃপর আমাকে তার ওপর আরোহণ করানো হলো। তারপর জিবরাইল আ. আমাকে সংগে নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা করলেন এবং নিকটতম আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করা হলো, কে? জিবরাইল আ. বললেন, আমি জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সংগে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ স.। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন বলা হলো, তার প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতই না উত্তম। তারপর দরজা খুলে দেয়া হলো। যখন আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে দেখতে পেলাম আদম আ.-কে। অতঃপর তাঁর দিকে ইংগিত করে জিবরাইল আ. আমাকে বললেন, ইনি আপনার আদি পিতা আদম আ.। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেক্কার পুত্র ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর জিবরাইল আ. আমাকে নিয়ে আরো ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে লাগলেন এবং দ্বিতীয় আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সংগে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ স.। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন হ্যাঁ। তখন বলা হলো, তার প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ! তারপর দরজা খুলে দেয়া হলো। যখন আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে দেখতে পেলাম ইয়াহইয়া ও ঈসা আ.-কে। জিবরাইল আ. আমাকে বললেন, এঁরা হলেন ইয়াহইয়া ও ঈসা আ.। আপনি তাঁদেরকে সালাম করুন। আমি তখন সালাম করলাম, তারা উভয়ে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তারপর জিবরাইল আ. আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে উঠলেন এবং দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সংগে আর কে, তিনি বললেন, মুহাম্মদ স.। পুনরায় বলা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ। অতঃপর দরজা খুলে দেয়া হলো। ভেতরে প্রবেশ করে সেখানে ইউসুফ আ.-কে দেখতে পেলাম। জিবরাইল আ. বললেন, ইনি হলেন ইউসুফ আ.। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাইল আ. আমাকে নিয়ে আরো ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা করলেন এবং চতুর্থ আসমানে এসে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন,

www.amarboi.org

আমি জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সংগে আর কে? তিনি বললেন, মুহম্মদ স.। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো তার প্রতি সাদর অভিনন্দন। তাঁর আগমন বড়ই শুভ। অতঃপর দরজা খুলে দেয়া হলো। আমি ভেতরে ইদরীস আ.-এর নিকটে পৌছলে জিবরাইল আ. আমাকে বললেন, ইনি ইদরীস আ.। তাকে সালাম করুন। আমি তাকে সালাম করলে তিনি তার উত্তর দিলেন। তারপর বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাইল আ. আমাকে নিয়ে আরো উর্ধ্বলোকে উঠতে শুরু করলেন এবং পঞ্চম আসমানে এসে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সংগে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ স.। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তার প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তার আগমন বড়ই শুভ। তারপর দরজা খুলে দিলে আমি যখন ভেতরে পৌছলাম তখন সেখানে হারুন আ.-কে দেখতে পেলেন। জিবরাইল আ. বললেন ইনি হারুন আ.। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি জবাব দিলেন। তারপর বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাইল আ. আমাকে সংগে নিয়ে আরো উর্ধ্বলোকে উঠতে শুরু করলেন এবং ষষ্ঠ আসমানে এসে দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ স.। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তার প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তার আগমন কতই না উত্তম। তারপর দরজা খুলে দিলে আমি যখন ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে মুসা আ.-কে দেখতে পেলাম। জিবরাইল আ. বললেন, ইনি মুসা আ.। তাকে সালাম করুন। আমি তাকে সালাম করলে তিনি তার জবাব দিলেন। তারপর বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর আমি যখন তাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হলাম তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমি এজন্য কাঁদছি যে, আমার পরে এমন এক যুবককে নবী বানিয়ে পাঠানো হলো যার উম্মত আমার উম্মতের চাইতে অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তারপর জিবরাইল আ. আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানে আরোহণ করলেন। জিবরাইল আ. দরজা খুলতে বললে জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ স.। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন দরজা খুলে দিয়ে দ্বাররক্ষী বললেন, তার প্রতি সাদর

www.amarboi.org

সম্ভাষণ। তার আগমন কতই না আনন্দদায়ক! তারপর আমি যখন ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে ইব্রাহীম আ.-কে দেখতে পেলাম। জিবরাইল আ. বললেন, ইনি আপনার পিতা ইব্রাহীম আ.। তাঁকে সালাম করুন। তখন আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেক্কার পুত্র ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তারপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত ওঠানো হলো। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম, সিদরা বৃক্ষের ফল, হাজর অঞ্চলের মটকার ন্যায় বড় এবং তার পাতা হাতীর কানের মত। জিবরাইল আ. বললেন, এটাই সিদরাতুল মুনতাহা। আমি আরো দেখতে পেলাম সিদরার মূল থেকে নির্গত চারটি নহর। দুটো নহর অপ্রকাশ্য আর দুটো প্রকাশ্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাইল! এ নহরের তাৎপর্য কি? তিনি বললেন, অপ্রকাশ্য নহর দুটি হলো জান্নাতে প্রবাহিত দুটি ঝরনাধারা আর প্রকাশ্য দুটো হলো মিসরের নীল ও বাগদাদের ফুরাত (ইউফ্রেটিস) নদী।

তারপর আল-বাইতুল মামুর ঘরটি আমার সামনে পেশ করা হলো। অতঃপর আমার সামনে হাজির করা হলো এক পাত্র মদ, এক পাত্র দুধ ও এক পাত্র মধু। এর মধ্যে থেকে আমি দুধ গ্রহণ করলাম। তখন জিবরাইল আ. বললেন, আপনি ও আপনার উম্মত যে স্বভাবজাত ধর্মের অনুসারী এটা তারই নিদর্শন।

তারপর আমার ওপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হলো। আমি ফিরে চললাম। মুসা আ.-এর সম্মুখ দিয়ে যাবার সময় তিনি বললেন, আপনাকে কি করতে আদেশ করা হয়েছে?

আমি বললাম, দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায সম্পাদনে সক্ষম হবে না। আল্লাহর কসম, আপনার পূর্বে আমি লোকদের পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইসরাইলদের হেদায়েতের জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছি। অতএব, সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই আপনাকে বলছি আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের পক্ষে নামায আরো হ্রাস করার জন্য আবেদন করুন। তখন আমি ফিরে গেলাম এবং ঐভাবে প্রার্থনা জানালাম আল্লাহ আমার ওপর থেকে দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। আবার আমি মুসা আ.-এর নিকট ফিরে এলে তিনি অনুরূপ কথাই বললেন। ফলে, আমি পুনরায় আল্লাহর কাছে ফিরে গেলাম। তিনি আমার ওপর হতে আরো দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। আবার আমি মুসা আ.-এর নিকট ফিরে এলে তিনি অনুরূপ কথাই বললেন। তাই আমি আবার ফিরে গেলাম। তখন আল্লাহ আরো দশ ওয়াক্ত নামায মাফ করে দিলেন। তারপর আমি মুসা আ.-এর কাছে ফিরে এলে আবারও তিনি ঐ কথাই বললেন। আবার আল্লাহর কাছে ফিরে গেলে আমার জন্য আরো দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন এবং প্রত্যহ দশ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হলো। আমি

www.amarboi.org

মুসা আ.-এর নিকট ফিরে এলাম। এবারও তিনি অনুরূপ কথাই বললেন। ফলে আমি পুনরায় ফিরে গেলে আমাকে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হলো। আমি মুসা আ.-এর কাছে আবার ফিরে এলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন আপনাকে সর্বশেষ কি করতে আদেশ করা হলো? আমি বললাম, আমাকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায সমাপনে সক্ষম হবে না। আপনার পূর্বে আমি বনি ইসরাইলের লোকদের বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং তাদের হেদায়েতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করেছি। তাই আমি বলছি আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য নামায আরো হ্রাস করার প্রার্থনা জানান। নবী স. বললেন, আমি আমার রবের কাছে কর্তব্য হ্রাসের জন্য এত অধিক বার প্রার্থনা জানিয়েছি যে, পুনর্বার প্রার্থনা জানাতে আমি লজ্জাবোধ করছি। বরং আমি এটুকুতেই সন্তুষ্ট এবং আনুগত্য প্রকাশ করছি। নবী স. বললেন, আমি যখন মুসা আ.-কে অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলাম তখন জনৈক আহ্বানকারী আমাকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, আমার অবশ্য পালনীয় আদেশটি আমি জারী করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের জন্য আদেশটি লঘু করে দিলাম।

সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত জিবরাইল আ. নবী স.-এর সাথে ছিলেন। এখান থেকে জিবরাইল আ. বিদায় নেন। রসূল স. রফরফ নামক বাহনে সওয়ার হয়ে আল্লাহর আরশ কুরসীর পার্শ্বদেশে উপস্থিত হন। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে রসূল স. অভিভূত হয়ে বলে ওঠেন 'আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াসসালা ওয়াতু ওয়াততায়িবাতু।' মহান আল্লাহ তার জবাবে বললেন, আচ্ছালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

নবী স. পুনরায় বললেন, আচ্ছালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিচ্ছালিহীন। ফেরেশতাগণ যারা এ সব কথা শুনছিলেন তারা এই কথাগুলো শোনার পর সবাই মিলে সমস্বরে বলে উঠলেন, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু।' এই কথাগুলোর সমষ্টিই হচ্ছে আমাদের আত্তাহিয়াতু যাকে তাশাহহুদ বলা হয়। এ কথাগুলোর মূল তাৎপর্য হলো এই যে, নবী স. আল্লাহর দরবারে গিয়ে প্রথমেই বললেন, হে মহান আল্লাহ, আমার দৈহিক, আত্মিক, মানসিক ইবাদত ও আনুগত্য এবং দাসত্ব একমাত্র তোমারই উদ্দেশে। তুমিই মহান ও তুমিই পবিত্র। এর জবাবে মহান আল্লাহ খুশি হয়ে বললেন, তোমার ওপরও আমার দেয়া শান্তি বর্ষিত হবে এবং হতে থাকবে।

এ কথায় আল্লাহর নবী অত্যন্ত খুশি হলেন ঠিকই কিন্তু আরশে মুয়াল্লায় গিয়ে শুধু নিজের জন্য শান্তি চেয়ে আসবেন আর উম্মতের জন্য তা চাইবেন না! আমাদের দয়ার নবী তেমন ছিলেন না। কাজেই মিরাজের বিশেষ দান হিসেবে যখনই মহান আল্লাহ তার নবীকে শান্তি দিতে চাইলেন তখনই নবী স. বললেন, আমার একার

www.amarboi.org

জন্য নয়, বরং আমার তামাম উম্মত ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের প্রত্যেকের জন্যই আমি শান্তি চাই। এসব কথা আল্লাহর ফেরেশতাদের নিকট অত্যন্ত ভাল লেগেছিল তাই ফেরেশতাগণ খুশি হয়ে সবাই মিলে সমস্বরে বলে উঠলেন, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রসূলুহু' অর্থাৎ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আইনদাতা, হুকুম কর্তা ও সার্বভৌমত্বের মালিক নেই। আর হযরত মুহাম্মদ স. তাঁর বান্দা ও রসূল'। মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে রসূল স. কি দেখলেন, কি শুনলেন, কি অনুভব করলেন তা ভাষায় ব্যক্ত করার সাধ্য কারো নেই। এই বিষয়ে স্পষ্ট কোন বর্ণনাও হাদীসে পাওয়া যায় না।

আল্লাহর প্রিয় রসূল স. মহান আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করেন। জান্নাত, জাহান্নাম অবলোকন করেন। মানুষের সমাজ পরিচালনা ও ইবাদতের ব্যবহারিক জীবন, আধ্যাত্মিক জীবনসহ রাষ্ট্র পরিচালনার দিক নির্দেশনা নিয়ে আসেন এবং রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্বেই উম্মে হানীর কাছে সব ব্যক্ত করেন। উম্মে হানী বলেন, 'আপনি কি এসব কথা সবার কাছে বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?' রসূল স. নিঃসংশয়ে বললেন, 'অবশ্যই আমি সবাইকে আমার রাতের সফরের কথা জানাব।' উম্মে হানী বাধা দিয়ে বলেন, আপনি এসব কথা কাউকে বলবেন না, তাহলে সবাই আপনাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে। রসূল স. উম্মে হানীর পরামর্শ উপেক্ষা করে কাবার চত্বরে আসতেই দেখা হয় আবু জেহেলের সাথে। আবু জেহেল রসূল স.-কে দেখেই বিদ্রূপের সুরে বলল, 'কি মুহাম্মদ স. কোন নতুন খবর আছে নাকি?'

রসূল স. বলেলন, 'হ্যাঁ আছে। আমি গত রাতে বায়তুল মোকাদ্দাস গিয়েছিলাম।

'আবু জেহেল বলল, 'আবার রাতেই ফিরে এলে?' রসূল স. বললেন, 'বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে সপ্তম আসমান, জান্নাত, জাহান্নাম ও আরশ মোয়াল্লা দেখে আমি রাতেই ফিরে এসেছি।'

আবু জেহেল বলল, 'আমি লোকজন ডেকে আনি, তুমি সবার সামনে এই কথা বলবে?' রসূল স. বললেন, 'অবশ্যই বলব'।

আবু জেহেল নিজেই লোকজন হাজির করল। তার ধারণা এই সব উদ্ভট কথা শুনলে জনগণ রসূল স.-কে হয় পাগল না হয় মিথ্যাবাদী মনে করে পরিত্যাগ করবে।

পথিমধ্যে হযরত আবু বকরের রা. সাথে তার দেখা হয়। আবু জেহেল বলল, শুনেছ কিছু? তোমার দোস্ত বলছে সে নাকি একরাতে বায়তুল মোকাদ্দাস গেছে! ফের সেখান থেকে সপ্তম আসমান ভ্রমণ করে আল্লাহর আরশ কুরসি পর্যন্তও নাকি গিয়ে আবার সকাল হওয়ার পূর্বেই মক্কায় ফিরে এসেছে। বিদ্রূপের হাসি হেসে আবু জেহেল আবার বলল 'এখনও মুহাম্মদ স.-কে বিশ্বাস কর?' আবু বকর বললেন, 'যদি তিনি একথা বলে থাকেন তবে তা নিশ্চয় সত্য। তার নিকট সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাইল আ. আসেন আল্লাহর পয়গাম নিয়ে। আমি দ্বিধাহীন চিত্তে তা বিশ্বাস করেই তো মুসলমান হয়েছি। যে আরশের অধিপতি

www.amarboi.org

সকাল সন্ধ্যা তাঁর কাছে বাণী পাঠান তিনি তাঁকে তাঁর কাছে ডেকে এক মুহূর্তে সকল কাজের সমাধান দেবেন এতে আশ্চর্যের কি আছে? আমি তাঁর সকল কথা বিশ্বাস করি এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে অকপটে স্বীকার করি। এই সময় থেকেই তাঁর উপাধী হয় সিদ্দীক। আবু বকর সিদ্দীক। সিদ্দীক-এ-আকবর।

কিন্তু কিছু দুর্বল ঈমানের মুসলমান সত্যি মুরতাদ হয়ে যায়। কাফের মুশরিকেরা চরমভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, 'যদি আপনি সত্যি সত্যিই বায়তুল মোকাদ্দাস যেয়ে থাকেন তাহলে ঐ ঘরটার গঠন প্রণালী কিরূপ, কয়টা দরজা, কয়টা জানালা, কয়টা সিঁড়ি এই সব বর্ণনা করুন।'

রসূল স. একটু চিন্তিত হলেন। তিনি রাতে বায়তুল মোকাদ্দাসে গিয়েছেন কিন্তু তার দরজা জানালাতো গুণে দেখেননি। এমন সময় জিবরাইল আ. বায়তুল মোকাদ্দাসকে সবার অলক্ষ্যে তার চোখের সামনে তুলে ধরেন। রসূল স. ধীর স্থিরভাবে কাফেরদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন। কাফের মুশরিকরা আশ্চর্য হলো ঠিকই কিন্তু ঈমান আনলো না। এই হলো ইসরা ও মিরাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

মিরাজের উদ্দেশ্য : মিরাজের এক বছর পরেই কিংবা ঐ বছরই রসূল স. হিযরত করেন এবং মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দিক নির্দেশনা দেয়াই ছিল মিরাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইসলাম শুধু কোন অনুষ্ঠান কিংবা বিশ্বাসসর্বস্ব ধর্ম নয়। ইসলাম অতি বাস্তব, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ প্রাপ্তির পথ। স্থান কালের সীমা উত্তীর্ণ একটি বিশ্বজনীন জীবন বিধান। এই জীবন বিধানের শিক্ষা দেয়া এবং আল্লাহর খেলাফত ও হুকুমাত প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়াই মিরাজের উদ্দেশ্য।

মিরাজের প্রাপ্তি : মিরাজ রজনীর প্রধান প্রাপ্তি হচ্ছে: ১) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি রহমত ও বরকত দানের ঘোষণা। ২) দিনে ৫ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াবের ঘোষণা। ৩) সূরা বাকারার শেষের দুই আয়াত। ৪) জান্নাত ও জাহান্নামের চাক্ষুস অভিজ্ঞতা। ৫) সর্বপরি ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার রূপরেখা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ।

মিরাজের শিক্ষা : মহান আল্লাহ রসূল স.-কে পাঠিয়েছেন প্রচলিত সমস্ত বিকৃত মতবাদের ওপর আল্লাহর মনোনীত ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তিনটি সূরায় তা ব্যক্ত করেছেন: 'হু আল্লাজি আরসালা রসূলাহু বিল হুদা ওয়া দ্বীনিল হাক্ক। লি ইয়ুজ হিরা হু আলাদ্বীনি কুল্লি হি ওয়া লাও কারিহাল মুশরিকুন।' (সূরা তওবা, ছফ, ফাতহ) অর্থাৎ তিনি আল্লাহ যিনি তার রসূলকে পাঠিয়েছেন হেদায়াত ও সঠিক জীবন ব্যবস্থা সহকারে। যাতে প্রচলিত সকল জীবন ব্যবস্থার ওপর একে বিজয়ী করা যায়, মুশরিকদের কাছে তা যতই অসহ্য হোক।

www.amarboi.org

তাই তৌহিদি জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিতে মানুষের সঠিক কল্যাণ ও মংগল সাধনের জন্য সঠিকভাবে কল্যাণকর একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপূর্ণ সংস্কারমূলক পত্তন ও প্রবর্তন ছিল রসূল স.-এর মূল কাজ এবং এই কাজটি যাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে সেই লক্ষ্যে মহান আল্লাহ তার প্রিয় রসূলকে স. মিরাজ রজনীতে প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন জ্ঞান দানের সাথে ১৪ টি মূলনীতি তুলে দিলেন। এই মূলনীতি অনুযায়ীই তিনি পরবর্তী কালে বাস্তবায়িত করলেন মুসলিম সমাজ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থা, যা সূরা বনী ইসরাইলের মধ্যে মহান আল্লাহ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই ১৪টি ধারা হচ্ছে একটি আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্রের কাঠামো। এই নীতিগুলোর ভিত্তিতে যদি কোন সমাজ গড়ে ওঠে তাহলে সে সমাজে অশান্তি প্রবেশের কোন পথই থাকতে পারে না। যেমন:

১) তোমার প্রভুর সিদ্ধান্ত যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব, আনুগত্য ও উপাসনা করবে না।

২) আর পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন অথবা দুজনই বৃদ্ধ অবস্থায় বেঁচে থাকেন। তবে তাদের সাথে উঁহ্ শব্দটা পর্যন্ত করবে না। তাদের তুচ্ছ জ্ঞান করে ধমক দিয়ে কথা বলবে না। তাদের সাথে মিষ্টি ভাষায় কথা বলবে। তাদের সামনে যাবে অত্যন্ত বিনম্রভাবে ও দয়ার্দ্র চিত্তে আর বলবে হে প্রভু! তাদেরকে সেরূপে প্রতিপালন কর যেরূপে তারা আমাকে ছোটবেলায় লালন পালন করেছিলেন। তোমার প্রভু তোমার অন্তরের খবর রাখেন। তোমরা যদি সৎ হয়ে যাও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

৩) আপন আত্মীয়-স্বজনের হক (পাওনা) বুঝিয়ে দাও এবং মিসকিন ও পথিকদের হক বুঝিয়ে দাও। আর অন্যায়ভাবে অর্থ ব্যয় করো না।

৪) যারা বেহুদা খরচ করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভুর অকৃতজ্ঞ।

৫) তুমি যদি তাদের অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিক হতে পাশ কাটিয়ে থাকতে চাও এই কারণে যে, তুমি তোমার রবের যে রহমত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষী তা এখনও তালাশ করছ, তবে তাদেরকে বিনয় সূচক জবাব দাও।

৬) নিজেদের হাত গলার সাথে বেঁধে রেখ না কিংবা একেবারে হাত ছেড়েও দিও না। তা করলে তোমরা তিরস্কৃত ও অক্ষম হয়ে যাবে। তোমার রব যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন। তিনি তার বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে সব জানেন এবং তাদের দেখছেন।

৭) নিজেদের সন্তানকে দরিদ্রতার আশংকায় হত্যা করো না। আমি তাদেরকে রিযক দেব এবং তোমাদেরকেও, বস্তুত তাদের হত্যা করা একটি বিরাট অপরাধ।

৮) যেনার নিকটেও যাবে না। এটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এবং অতীব নিকৃষ্ট পথ।

৯) প্রাণ হত্যার অপরাধ করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। কিন্তু সত্যতা সহকারে আর যে অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে তার অলীকে (পিতাকে)

www.amarboi.org

আমরা কেসাস দাবি করার অধিকার দিয়েছি। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা লংঘন না করে। তার সাহায্য অবশ্যই করা হবে।

১০) ইয়াতিমের ধন মালের কাছেও যাবে না। তবে অতি উত্তম পন্থায়— যতদিন না সে যৌবন লাভ করে।

১১) ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে যে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে তাতে সন্দেহ নেই।

১২) পাত্র দিয়ে মাপ দিলে পুরোপুরি ভর্তি করে দেবে। আর ওজন করে দিলে ত্রুটিহীন পাল্লা দিয়ে ওজন করে দেবে। এটা খুবই ভাল নীতি এবং পরিণামের দৃষ্টিতেও অতীব উত্তম।

১৩) এমন কোন জিনিষের পেছনে তোমরা লেগে যেও না যে বিষয়ের কোন জ্ঞানই তোমার নেই। নিশ্চিত জেনে নাও চোখ, কান ও দিল সবকিছুকেই জবাবদিহি করতে হবে।

১৪) বাহাদুরী করে চলাফেরা করো না। তোমরা না জমীনকে দীর্ণ করতে পারবে। না পর্বতের ন্যায় উচ্চতা লাভ করতে পারবে।

এই হলো মেরাজের শিক্ষা। এই শিক্ষাকে অবহেলা করে মিরাজের অন্যান্য মনগড়া অনুষ্ঠান পালন করা আত্মপ্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।

মহান আল্লাহ তার প্রিয় রসূল স.-কে শুধু এই নিয়ম-নীতি দিয়েই ক্ষান্ত হননি। এই নিয়ম-নীতি অস্বীকারকারীর নির্মম পরিণতি আর মান্যকারীদের অফুরান, অপার্থিব সফলতা সচক্ষে দেখিয়ে দিলেন। রসূল স. জান্নাত ও জাহান্নাম দেখলেন এবং কেন কি কারণে, কোন কাজের বদলায় এ পরিণতি তাও জানলেন প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টিকোণ থেকে। আর শুনলেন দোজখ থেকে ভেসে আসা আওয়াজ, 'ইয়ারব্বি আতিনী বিমা ওয়াত্তানী।' হে আল্লাহ যাদেরকে আমার মধ্যে দেয়ার ওয়াদা করেছ তাদেরকে আমার মধ্যে দাও।

জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হলে, দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি পেতে হলে, মিরাজ রজনীর সঠিক গুরুত্ব ও মূল্য দিতে চাইলে মিরাজ রজনীতে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে যে শিক্ষা, যে দিক নির্দেশনা, যে তোহফা দিয়েছেন— বিনা তর্কে, নিঃসংকোচ চিত্তে, সামিয়ানা ও আতায়না– আমি শুনেছি ও মেনে নিয়েছি বলে পূর্ণ আনুগত্যের শির নত করে দিতে হবে। এ রাত নফল ইবাদতের রাত নয়, এ দিনে রোযা রাখা এবং রাতে জেগে নফল নামায পড়ার কোন নির্দেশ কিংবা নিয়ম রসূল স. প্রবর্তন করেননি। আসল শিক্ষাকে দূরে নিক্ষেপ করে এই রাতে কতিপয় মনগড়া ইবাদতে মশগুল থাকে মুসলিম জাতি। সনদবিহীন ফজিলত বর্ণনা করা সওয়াবের কাজ নয়। রসম ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে মূল শিক্ষা থেকে দূরে থাকলে শরীয়াতের গৌরব বৃদ্ধি পায় না। সত্যিকার

www.amarboi.org

দ্বীনদার হওয়া যায় না। এই রাত হবে প্রতিজ্ঞার রাত। ভুলে যাওয়া শিক্ষাকে ঝালাই করার রাত। তাই আমার মতে এ রাতে আমাদের বেশি করে কুরআন থেকে আলোচনা করা এবং শোনা উচিত। বিশেষ করে সূরা বনী ইসরাইলের শিক্ষাগুলো যা এ রাতে মহান আল্লাহ নাযিল করেছিলেন।

মিরাজ রজনীর দু'টি দিক নিয়ে মতভেদ আছে আমাদের আলেম সমাজে। যে কারণে সাধারণ মুসলমানরাও বিপরীতমুখী দু'টি মতভেদে বিশ্বাসী।

১) মিরাজ কি সশরীরে না স্বপ্নে হয়েছিল?

২) নবী স. কি আল্লাহকে দেখেছিলেন?

যারা মনে করেন মেরাজ স্বপ্নে সংঘটিত হয়েছিল তাদের বড় যুক্তি হলো: স্বপ্নে যদি মেরাজ না হবে তা হলে কি করে অত কিছু পরিদর্শন করলেন। অত দূর-দূরান্ত পরিভ্রমণ করে। সকাল হওয়ার পূর্বেই বায়তুল্লায় ফিরে আসা সম্ভব? অতএব মেরাজ স্বপ্নেই সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু মেরাজ যদি রূহানী বা স্বপ্নযোগে হতো :

১) তাহলে চাচাত বোন উম্মে হানী সে ঘটনা কাফেরদের কাছে বর্ণনা করতে নিষেধ করতেন না।

২) স্বপ্নে দেখা ঘটনা শুনে আবু জেহেল ও তার সঙ্গী-সাথীরা রসূল স.-কে বিদ্রূপ করত না। আশ্চর্য হতো না। স্বপ্নে তো মানুষ কত কিছুই দেখে! তাতে অবাক হওয়ার কি আছে?

৩) মেরাজ স্বপ্ন হলে কাফেররা বায়তুল মোকাদ্দাসের দরজা জানালার বিবরণ শুনতে চাইত না।

৪) যদি মেরাজ স্বপ্ন হতো তাহলে কিছু ঈমানদারের পদস্খলন ঘটত না, স্বপ্নের বিষয় নিয়ে তাদের ঈমান হারা হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?

এ বিষয়টা নিয়ে খুব বেশি বিতর্ক হয় না। তবে তর্ক বিতর্ক চরমে পৌঁছে যায় দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে। নবী স. কি আল্লাহকে দেখেছিলেন? এই বিষয়ে মতবিরোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, একজন অন্যজনকে কাফের ফতোয়া দিতেও পিছ পা হয় না। যদিও এই বিষয়টি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সাথে ঈমান, আমল ও ইবাদতের কোন সমস্যা সংঘাত নেই। তারপর সঠিক তথ্য জানার জন্য এই আলোচনার অবতারণা।

আমাদের সবার জানা প্রয়োজন কুরআন থেকে সব সমস্যার সমাধান নিতে হবে। কুরআন থেকে যারা সমাধান নেয় না তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'কিছু লোক এমন আছে যারা কোনরূপ ইলেম, হেদায়াত ও আলোক দানকারী কিতাব ছাড়াই মস্তক উদ্ধত করে, আল্লাহর ব্যাপারে ঝগড়া করে, যাতে লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করা যায়। এই ধরনের লোকদের জন্য দুনিয়ায়ও লাঞ্ছনা আর কেয়ামাতের দিন তাদেরকে আমরা আগুনের আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাব।' (সূরা হাজ্জ ৮-৯)

www.amarboi.org

মহান আল্লাহ সূরা নজমের ১৮ নং আয়াতে বলেন, 'আর সে তার রবের বড় বড় নিদর্শন দেখেছে।' এই আয়াত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, রসূলে করীম স. আল্লাহ তা'য়ালাকে নয়, তার মহামর্যাদা ও প্রভাবপূর্ণ নিদর্শনসমূহই দেখেছিলেন। যদি রসূল স. মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ তায়ালাকে দেখতেন, তাহলে তা এত বড় একটা ব্যাপার হতো যে, এখানে সে কথার স্পষ্ট ঘোষণা একান্ত জরুরী ছিল। হযরত মুসা আ. সম্পর্কে বলা হয়, তিনি আল্লাহ তায়ালাকে দেখার আবেদন করেছিলেন। তাঁর জবাবে তাঁকে বলা হয়েছিল। 'লান তাড়ানী' অর্থাৎ তুমি আমাকে দেখতে পার না।' (আল-আরাফ-১৪৩)

এই দৃষ্টিতে বলা যায়, যে মর্যাদা হযরত মুসা আ.-কে দেয়া হয়নি তা যদি রসূলে করীম স.-কে দেয়া হতো তবে এই ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ত এবং তা অবশ্যই স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হতো। কিন্তু আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, নবী করীম স. আল্লাহকে দেখতে পেয়েছেন এমন কথা কুরআন মাজীদে কোথাও বলা হয়নি। মিরাজ পরিভ্রমণের বর্ণনা প্রসংগে সূরা বনী ইসরাইলে বলা হয়েছে যে, 'আমরা আমাদের বান্দাকে নিয়ে গিয়েছি এই উদ্দেশ্যে যে, তাকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখাব।' আর সিদরাতুল মুনতাহায় উপস্থিত হওয়া প্রসংগে বলা হয়েছে, 'সে তার রবের বড় ও বিরাট নিদর্শনসমূহ দেখতে পেয়েছিল।' এই কারণে নবী করিম স. এই দুটি স্থানেই আল্লাহ তায়ালাকে দেখেছেন না জিবরাইল আ.-কে দেখেছেন সে তর্কের কোন অবকাশ ছিল না।

কিন্তু যে কারণে এই বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তা হলো অনুমান নির্ভর। নির্ভরযোগ্য কোন হাদীস বা কুরআনের দলিল পাওয়া যাবে না, অথচ নবী স. যে আল্লাহ তায়ালাকে নয় জিবরাইল আ.-কে দেখেছেন তার প্রচুর দলিল আছে।

১) বুখারী কিতাবুত তাফসীরে হযরত মাসরুক রা. বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত আয়েশা রা.-কে বললাম, আম্মাজান! মুহাম্মদ স. কি আল্লাহ তায়ালাকে দেখেছিলেন? তিনি জবাবে বললেন, তোমার এই কথায় আমার তো লোমহর্ষক অবস্থা হয়েছে! তুমি এই কথা ভুলে গেলে কি রূপে যে, তিনটি কথা এমন হয়েছে বলে যদি কেউ দাবি করে, তবে সে মিথ্যা দাবি করে। তন্মধ্যে প্রথম কথাটি এই, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে, মুহাম্মদ স. তাঁর রবকে দেখেছেন, সে মিথ্যা বলে। পরে হযরত আয়েশা রা. এই আয়াতটি পাঠ করলেন, 'দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না।' কোন মানুষের এই মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বললেন। তবে হয় ওহী রূপে বা পর্দার আড়াল হতে কিংবা একজন ফেরেশতা পাঠাবেন এবং তিনি তার প্রতি আল্লাহর অনুমতিক্রমে ওহী নিয়ে আসবেন, যা তিনি মহান আল্লাহর কাছে চাইবেন।

এর পর তিনি বললেন, 'কিন্তু রসূল স. জিবরাইল আ.-কে দু'বার তাঁর আসল আকার আকৃতিতে দেখেছিলেন।'

www.amarboi.org

হযরত আয়েশা রা.-এর সাথে মাশরুকের এই কথোপকথন মুসলিম শরীফে আরও বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। তার অধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো : হযরত আয়েশা রা. বলেছেন, 'মুহাম্মাদ স. তাঁর রবকে দেখেছেন এই রূপ দাবি যে লোক করবে সে আল্লাহ সম্পর্কে অনেক বড় মিথ্যা কথা বলে।' মাশরুক বলেন, আমি ঠেশ দিয়ে বসেছিলাম, এই কথা শুনে আমি উঠে বসলাম। আমি বললাম উম্মুল মুমিনীন, তাড়াহুড়া করবেন না, আল্লাহ তায়ালা কি বলেননি, 'এখন সেই ব্যাপারে তোমরা কি ঝগড়া কর যা সে নিজের চোখে দেখেছে? আর একবার সে সিদরাতুল-মুনতাহার নিকট তাঁকে দেখেছে। হযরত আয়েশা রা. জবাব দিলেন, এই উম্মতের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম রসূল স.-এর নিকট এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। রসূল স. বলেছিলেন, 'তিনি তো জিবরাইল আ. ছিলেন। আমি তাঁকে তাঁর সেই আসল আকার আকৃতিতে দেখেছি যেভাবে আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। এই দু'বার ছাড়া আর কখনও দেখিনি। এই দু'বার আমি তাঁকে আকাশ মণ্ডল হতে অবতরণকারী অবস্থায় দেখেছি। তখন তাঁর বিরাট সত্তা পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলের সমস্ত শূন্যলোক পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর বর্ণনাসমূহ : বুখারীতে কিতাবুত তাফসীর, মুসলিম কিতাবুল ঈমান, তিরমিজি আওয়াবুত তাফসীরে-যির ইবনে হুবাইশ রা.-এর বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, রসূলে করীম স. জিবরাইল আ.-কে এরূপ দেখেছেন যে, তাঁর ছয়শ' বাহু আছে।'

৩) হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর নিকট আতা ইবনে রিবাহ ঐ আয়াতের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বলেন, নবী স. জিবরাইল আ.-কে দেখেছিলেন। (মুসলিম)

৪) হযরত আবু যর গিফারী রা. হতে আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক এ দুটি বর্ণনা দিয়েছেন। ইমাম মুসলিম তাঁর গ্রন্থের কিতাবুল ঈমান অধ্যায়ে তা উদ্ধৃত করেছেন। একটি বর্ণনায় তিনি বলেন, 'আমি রসূলে করীম স.-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার আল্লাহকে দেখেছেন? নবী করীম স. জওয়াব দিলেন, 'একটি নূর' আমি তাঁকে কোথা হতে কিভাবে দেখব?' অন্য এক বর্ণনায় বলেছেন, 'আমি একটি নূর দেখছি।' ইবনে কাইয়্যেম প্রথম উত্তরটির তাৎপর্যে বলেছেন, 'আমার ও আল্লাহর দর্শনের মাঝখানে নূর প্রতিবন্ধক ছিল।'

নাসায়ী ও ইবনে আবু হাতিম হযরত আবু যর রা.-এর কথাটি এই ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন, 'রসূল স. তাঁর রবকে হৃদয় দিয়ে দেখেছেন চোখ দিয়ে নয়।'

৫) হযরত আবু মুসা আশয়ারী রা. বলেন, রসূল স. বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টি কুলের মধ্যে কারও দৃষ্টি পৌঁছায়নি।' (মুসলিম)

www.amarboi.org

৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা, 'রসূল স. তাঁর রবকে দু'বার তাঁর হৃদয় দিয়ে দেখেছেন।' মোট কথা চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখার কথা নবী করীম স. পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করেছেন।

এই বিষয়টি নিয়ে তর্কের মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত নেই। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ফেৎনা সৃষ্টি করা। অতএব রসূল স. মিরাজে মহান আল্লাহকে দেখেছেন কি দেখেননি সেই বির্তকে না যেয়ে কি শিক্ষা, কি দিকনির্দেশনা, কি তোহফা তিনি নিয়ে এসেছেন সেই দিকে আমাদের নজর দেয়া উচিত।

তিনি মিরাজে গিয়ে কি দেখলেন এবং কেন দেখানো হলো? কুরআন মজিদে মহান আল্লাহ বললেন, 'আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর উদ্দেশ্যে তাকে উর্ধ্বলোকে ডেকে নিলাম।' ১) দেখালেন তাঁর সৃষ্টির বিশাল ব্যাপকতা। ২) দেখালেন পূর্ববর্তী সকল নবী-রসূলদের। ৩) দেখালেন মিরাজের শিক্ষা, যা সূরা বনী ইসরাইলে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ ১৪ দফা মূলনীতির যারা অস্বীকারকারী, অমান্যকারী, তাদের কি শাস্তি। ৪) দেখালেন কুরআনের শিক্ষা মুতাবেক সমাজে পূর্ণ ইসলামী হুকুমত কায়েমের লক্ষ্যে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম ও জান মাল দিয়ে সংগ্রাম করেছেন কিভাবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে। যা দেখেছেন তা হচ্ছে: ১) একদল লোককে দেখলেন যেদিনই যমিনে বীজ বুনছে সেদিনই সে ফসল পেকে যাচ্ছে আর বপনকারীরা তা কেটে নিচ্ছে। নবী স. তাদের পরিচয় জানতে চাইলে জিব্রাইল আ. বললেন, এরা মুজাহিদ।

২) চলতে চলতে খুশবু পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কিসের খুশবু? জবাব এল, এ ফেরাউন কন্যা মাশেদা ও তাঁর সন্তানদের খুশবু। মহিয়সী মাশেদা পিতাকে অস্বীকার করে হযরত মুসা আ. ও তাঁর রবের প্রতি ঈমান এনেছিলেন।

৩) তিনি যেতে যেতে শুনতে পেলেন, জান্নাত চিৎকার করে বলছে, 'হে আল্লাহ! আমার নিকট যা দেয়ার ওয়াদা করেছ তা দাও। ভাল লোকদের আমার মধ্যে পাঠাও...।'

আর আল্লাহ তার জবাবে বলেছেন, (হাদীসে কুদসী) 'প্রত্যেক মুমীন মুসলমান নর-নারী যারা আমার ও আমার নবীর ওপর ঈমান এনেছে এবং যারা সৎকর্মশীল ব্যক্তি এবং যারা আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করেনি আর যারা কাউকে আমার অংশীদার বানায়নি হে জান্নাত! তারা তোমারই জন্য। আর যে আমার ভয় করবে সে শান্তিতে থাকবে। আর যে আমার নিকট প্রার্থনা করবে আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করব। যে আমাকে কর্জ দেবে আমি তাকে তার প্রতিদান দেব। যে আমার ওপর নির্ভর করবে আমি তার জন্য যথেষ্ট হব। আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ মুনিব নেই। আমি ওয়াদা ভঙ্গ করি না। অবশ্যই যারা মুমীন তারা কৃতকার্য হয়েছে। মহান আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টিকর্তা।'

অতএব জান্নাতের উপযোগী হতে হলে ওপরের গুণগুলো অর্জন করা অপরিহার্য। জান্নাতের অনেক চিত্র রসূল স.-কে দেখানো হয় এবং সেই সাথে বলেও দেয়া হয়

www.amarboi.org

তাদের জান্নাত লাভের আমলগুলো। তারপর দেখলেন ভয়াবহ জাহান্নামের দৃশ্য। আল্লাহ, রসূল ও কুরআনকে অস্বীকার-অমান্য করার মর্মান্তিক পরিণতি।

১) দেখলেন একদল মানুষকে মাথায় পাথর মেরে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হচ্ছে। তাদের পরিচয় জানতে চাইলে জিব্রাইল আ. বললেন, এরা ছিল নামাযে অমনোযোগী। যারাই নামাযে অমনোযোগী তারাই জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন মানতে চায় না।

২) আরেক দলকে দেখলেন ছেঁড়া-ফাটা কাপড় পরে জাহান্নামের গরম পাথর চিবুচ্ছে। তাদের পরিচয় জানতে চাইলে বলা হলো, এরা যাকাত অস্বীকারকারী।

৩) অপর একদলকে দেখলেন যাদের এক পাশে ভাল গোশত ও অন্য পাশে পচা গোশত রয়েছে, তারা ভালটা রেখে পচা দুর্গন্ধযুক্ত গোশত খাচ্ছে। তাদের পরিচয় জানলেন, তারা সেই সব নারী-পুরুষ যাদের বৈধ স্বামী-স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

৪) আরেক দলকে দেখলেন তাদের সামনে কাঠের বোঝা রয়েছে। সে বোঝা তারা উঠাতে পারছে না, তা সত্ত্বেও আরও কাঠ এনে বোঝা ভারী করছে এবং তুলতে চেষ্টা করছে। তাদের পরিচয় নিয়ে জানলেন যে, তাদের ওপর যে দায়িত্ব ছিল তা তারা সঠিকভাবে পালন করতে না পারা সত্ত্বেও আরও দায়িত্ব নেয়ার চেষ্টা করত। এ দোষ সমাজের নেতাদের মধ্যে দেখা যায়।

৫) একদল লোকের ঠোঁট ও জিহ্বা কাঁচি দ্বারা কাটতে দেখে তাদের পরিচয় নিয়ে জানলেন যে, এরা বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী। এরা সমাজের মধ্যে ভুল ওয়াজ করে মানুষদেরকে ভুল পথে নিত। এদের কারণে লোকেরা মনে করত জিহাদ ছাড়া বা ইসলামী হুকুমত কায়েমের চেষ্টা ছাড়াই জান্নাতে যাওয়া যাবে।

৬) এমনিভাবে দেখলেন সুদখোরের পরিণতি। যাদের পেটের মধ্যে সাপ-বিচ্ছু ভর্তি হয়ে আছে। তারা তাদেরকে ভেতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

৭) দেখলেন এতিমের মাল ভক্ষণকারীদের যাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের মত। তাদের মলদ্বার দিয়ে গোশত বেরিয়ে আসছিলো আর সেই গোশত তাদের মুখ দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছিল।

৮) দেখলেন যেনাকারী নারী ও পুরুষদের যাদের মাথা নিচের দিকে দিয়ে দোযখের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

৯) আর এক দলকে দেখলেন তাদের নিজেদের শরীর থেকে গোশত কেটে তাদের সামনে রাখা হচ্ছে আর বলা হচ্ছে এগুলো তেমনভাবেই খাও যেমনভাবে তোমাদের ভাইদের গোশত খেয়েছিলে। এরা গীবতকারী।

এমনিভাবে আরও বিভিন্ন পাপ ও গোমরাহীর জন্য বিভিন্ন ধরনের শাস্তি রসূল স.-কে দেখানো হয়।

www.amarboi.org

আর শুনলেন দোজখ থেকে ভেসে আসা আওয়াজ। দোজখ আল্লাহকে বলছে, 'হে আল্লাহ! যাদেরকে আমার মধ্যে দেয়ার ওয়াদা করেছ তাদেরকে আমার মধ্যে দাও। তাদের দিয়ে আমার উদর পূর্ণ করে দাও।'

আফসোস! অতীব আফসোস! আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর আল্লাহর বান্দারা এই রাতে রাত জেগে নফল সালাত আদায় করেন ঠিকই কিন্তু মিরাজ রজনীর শিক্ষা থেকে নিজেদের রাখেন অনেক অনেক দূরে। এসব আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানেই ইবলিসের বিজয়।

পরিশিষ্টে আল্লাহর ভাষায় বলতে চাই, 'তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করো এবং তিনি ছাড়া অন্যান্য বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ করো না।' (আল-আরাফ-৩)

'হে মুহাম্মদ! বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ করো। (তাহলে) আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন।' (আল ইমরান-৩১)

'কোন ব্যাপারে যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোনো ফায়সালা করে দেন তখন কোনো মুমীন পুরুষ ও নারীর পক্ষে নিজের জন্যে স্বতন্ত্র ফায়সালা করার ইখতিয়ারই থাকে না। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করবে সে স্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হবে।' (আল আহযাব-৩৬) এভাবে অহীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ অসংখ্য দিক নির্দেশনা পাঠালেন মানব জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের লক্ষ্যে। অহী জিবরাইল আ.-এর আনীত শিক্ষা। আর মিরাজের পর তা পরিণত হলো প্রত্যক্ষদর্শীর চাক্ষুষ বিবরণে। এর পর তো গাফলতি বা অন্য মনস্কতার আর উপায় থাকে না। থাকতে পারে না সামান্যতম উদাসিনতা। অতএব মিরাজকে যারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা, শিক্ষা, উপদেশ, পথনির্দেশ হুবহু মেনে নেয়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই। অতএব মেরাজ স্বশরীরে না স্বপ্নে? নবী স. কি আল্লাহকে দেখেছিলেন, না দেখেননি? এটা কিভাবে সম্ভব? বোরাক কি? শেষ বিচারের পূর্বে জান্নাত জাহান্নামে কি করে লোক দেখা গেল? মিরাজে নিয়ে মহান আল্লাহ তাঁর নবী স.-কে কি কি দেখালেন? কেন দেখালেন? এসব অপ্রয়োজনীয় তর্কে লিপ্ত হয়ে সময় এবং মেধা নষ্ট না করে পূর্ণ আনুগত্যের মাঝে নিজেকে সপে দেয়াই বুদ্ধিমান ও মুমীনের কাজ। কারণ আমাদের হাতে সময় খুব কম। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রকৃত কাজ হলো আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ। আর এই প্রস্তুতি হতে হবে পরিপূর্ণরূপে ইসলাম বা কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক, দ্বিতীয় কোন বিকল্প পথে যে মুক্তি সম্ভব নয় তারই চাক্ষুষ প্রমাণ এই মিরাজ।

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক কথা বোঝার তৌফিক দান করুন। আমীন।

www.amarboi.org

বিতর্কিত ইবাদত শবে বরাত

শবে বরাত বা লায়লাতুল বরাত সত্যি একটি বিতর্কিত ইবাদতের রাত। এই রাত ইবাদতের কোন রাত কিনা তা নিয়ে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। কুরআনে এই রাত সম্পর্কে কোন কথাই নেই। অনেকে সূরা আদ দুখানের নিম্নোক্ত আয়াতটিকে লায়লাতুল বারাত সম্পর্কিত বলে দাবি করেন। 'হা-মিম! স্পষ্ট কিতাবের শপথ নিশ্চয়ই আমি তা বরকতময় রাতে নাযিল করেছি। নিশ্চয়ই আমি মানুষদের সতর্ককারী। ঐ রাতে প্রতিটি হেকমত পূর্ণ বিষয় আমার তরফ থেকে জারী করা হয়।'

যদি উল্লেখিত আয়াতের লায়লাতুল মুবারাকাহ শব্দ দুটিকে বরাতের রাত ধরা হয় তবে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফ শাবান মাসের ১৫ তারিখ নাযিল করেছেন। অথচ কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ১) 'আমি কুরআনকে কদরের রাতে নাযিল করেছি।' (সূরা কদর) ২) 'রমজান মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে' (সূরা বাকারা)। অতএব উপরোক্ত ধারণা একেবারেই ভুল।

এবার হাদীস দিয়ে একটু যাচাই করে দেখা দরকার এই রাতের ইবাদতের জরুরত কতখানি? হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি নবী করীম স.-কে বিছানায় পেলাম না, তাই আমি তার তালাশে বের হলাম। অতঃপর আমি বাকী নামক কবরস্থানে তাঁকে আকাশের দিকে মাথা উঠানো অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন তিনি বললেন, হে আয়েশা! তুমি কি এ ধারণা করছো যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমার ওপর যুলুম করছেন? আয়েশা রা. বলেন, আমি তদ্রূপ ধারণা করিনি। তবে আমি ভেবেছিলাম আপনি আপনার অপর কোন স্ত্রীর কাছে গেছেন। তখন নবী স. বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাতে প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হন। অতঃপর তিনি কালব গোত্রের বকরীগুলোর পশমসমূহের চেয়েও বেশি লোকের পাপ ক্ষমা করেন। (ইবনে মাজা, তিরমিযি, মিশকাত)

২. হযরত আয়েশা রা. বলেন, নবী স. বাকী নামক কবরস্থানে সিজদারত ছিলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজদায় কাটান। আমি ধারণা করলাম হয়ত তাঁর জীবন চলে গেছে। এরপর তিনি সালাম ফিরিয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। (মিশকাত তৃতীয় খণ্ড)

৩. হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমার কাছে এসে তার গায়ের কাপড় খুলে ফেললেন। এরপর তিনি না ঘুমিয়ে দণ্ডায়মান রইলেন। অতঃপর কাপড় আবার পরিধান করলেন। আমি ধারণা করলাম যে

www.amarboi.org

তিনি আমার কোন সতীনের কাছে যাবেন। এতে আমার খুব হিংসা হলো। তাই আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। অতঃপর আমি তাঁকে বাকিওল গারকাদ নামক কবরস্থানে পেলাম। তিনি মুমিন নারী পুরুষ ও শহীদগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। (মাছাবাতা বিসুন্নাহ)

৪. হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এরশাদ করেছেন, যখন শাবান মাসের মধ্যবর্তী ১৫ তারিখের রাত উপস্থিত হয় তখন তোমরা সে রাতে ইবাদতে দণ্ডায়মান হও এবং দিনে রোজা রাখ। কারণ সে রাতে আল্লাহ তায়ালা সূর্যাস্তের সাথে সাথে প্রথম আকাশে অবতরণ করেন। অতঃপর বলতে থাকেন? কে আছ ক্ষমাপ্রার্থী আমি তাকে ক্ষমা করব। কে আছ রিযিকপ্রার্থী আমি তাকে রিযিক দেব, কে আছ বিপদগ্রস্ত আমি তাকে বিপদমুক্ত করব। প্রভাত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা এরূপ বলতে থাকেন। (ইবনে মাযা, পৃষ্ঠা ৯৯, মিশকাত)

হযরত আয়েশা রা.-এর প্রথম তিনটি হাদীস একই বছরের বর্ণনা হতে পারে আবার ভিন্ন ভিন্ন বছরের ঘটনাও হতে পারে। সে যাই হোক উপরোক্ত হাদীস তিনটি পড়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এই রাতের ফজিলত সম্পর্কে হযরত আয়েশা রা. কিছুই জানতেন না। এই রাতটি যদি ইবাদতের জন্য কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাতই হতো তাহলে হযরত আয়েশা রা.-এর তা অজানা থাকবে কেন? তিনি খুঁজে খুঁজে রসূল স.-কে গোরস্থানে আবিষ্কার করলেন। তিনটি হাদীস থেকেই জানা যায় রসূল স. সে রাতে কবরস্থানে ছিলেন। নিশ্চয়ই কবরস্থান কোন ইবাদতের জায়গা নয়। অতএব তিনি কবরস্থানে গিয়েছিলেন কবর যিয়ারত এবং মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করতে।

৪ নং ৫ নং হাদীস অনুযায়ী প্রমাণিত হচ্ছে যে, এটি একটি নফল ইবাদতের রাত। যদিও হাদীস দুটি সহীহ নয়, মুরসাল। তারপর মহান আল্লাহ রাতের শেষ প্রহরে অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সময় তো প্রতিদিনই ঘোষণা দেন, কে আছ ক্ষমাপ্রার্থী আমি তাকে ক্ষমা করে দেব, কে আছ রিযিকপ্রার্থী আমি তাকে রিজিক দান করব, কে আছ বিপদগ্রস্ত আমি তাকে বিপদ মুক্ত করব... প্রভাত হওয়া পর্যন্ত মহান আল্লাহ এরূপ ঘোষণা দিতে থাকেন। উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী এই রাতে সেই ঘোষণা শুরু হয় সূর্যাস্তের পর থেকে। হতে পারে।

উপরোক্ত হাদীস দুটিতে প্রমাণিত হয় যে, রাতটি নফল ইবাদতের রাত। দোয়া কবুলের রাত। এই রাত সম্পর্কে এবং এই মাস সম্পর্কে আরও কয়েকটি হাদীস আছে। যেমন-

ক. রজব মাস শুরু হলে রসূল স. এই দোয়াটি পড়তেন, 'হে আল্লাহ আমাদের জন্য রজব ও শাবান মাসের বরকত দান করুন এবং আমাদের রমজান মাস পর্যন্ত পৌঁছে দিন।'

www.amarboi.org

খ. রসূল স.-কে শাবান মাস ছাড়া অধিক রোজা অন্য কোন মাসে রাখতে দেখিনি। (বুখারী)

গ. অন্যান্য মাসের তুলনায় (রমজান ছাড়া) শাবান মাসের রোজা রসূল্লাহর স.-এর নিকট অধিক প্রিয় ছিল। (আবু দাউদ)

ঘ. রসূল স. বলেন, শাবানের ১৫ তারিখের পরে আর রোজা রেখো না।

উল্লেখ আছে, সর্বপ্রথম ভারতের বিহার অঞ্চলে এই ১৫ই শাবান রাতকে শবে বরাত নামকরণ করে খুব জাঁকজমকের সাথে হিন্দুদের দেয়ালী পূজার অনুকরণে এই রাতটি উদযাপন করে। সে দেশে এই নতুন প্রথাটি খুব খ্যাতিলাভ করে তখন আনাড়ি লোকেরা তা পুথি-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে এর প্রশংসায় আজগুবী ফযিলত ও কিচ্ছা কাহিনী দ্বারা ভরপুর করে দেয়। ভারতের অন্য এলাকায়ও এই প্রথাটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এরপর 'মুকসুদুল মুমেনীন' নামক বাংলা কিতাবটি পূর্ব রঙের ওপর আরও রঙ চড়িয়ে অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা ও কিচ্ছা কাহিনীতে পূর্ণ করে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়।

এই কাজের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক যে ইবলিশ, তাতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকতে পারে না।

কারণ ইবলিশ জানে শরীয়তের মধ্যে, ইবাদতের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করার নামই বিদআত। আর বিদআতকারীর পরিণাম জাহান্নাম। প্রচলিত শবে বরাতে করণীয় প্রতিটি কাজই বিদআত এবং শিরকে পূর্ণ। যেমন-

ক. ইবাদতের অংশ হিসাবে হালুয়া রুটি তৈরি করা। কোন কোন এলাকায় এ রোজার নামই রুটির রোজা। রমজানের রোজার নাম আল্লাহর রোজা। আর এই শাবান মাসের রোজার নাম রুটির রোজা। কারো কারো মতে হালুয়া রুটি না হলে শবে বরাতই হয় না। তারা খুব জোর দিয়েই বলেন, এই তারিখে রসূল স.-এর দান্দান মোবারক শহীদ হয়েছিল। আর ফাতেমা রা. তখন পিতার জন্য নরম রুটি ও হালুয়া বানিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। অতএব, এই দিনে হালুয়া রুটি বানানো এবং খাওয়া সুন্নাত। তামাশা আর কাকে বলে? রসূল স.-এর দাঁত শহীদ হয়েছিল ওহুদের যুদ্ধে যা সংঘটিত হয়েছিল শাওয়াল মাসে। তারপর যদি ধরেও নেয়া হয় যে, এই মাসেই তাঁর দাঁত শহীদ হয়েছিল আর তিনি হালুয়া রুটি খেয়েছিলেন। দাঁত ভেঙে অসুস্থ হয়ে তিনি নরম হালুয়া রুটি খেলেন। এই হালুয়া রুটি খাওয়া হলো সুন্নাত, আর ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য দাঁত ভাঙলেন, রক্ত ঝরালেন তা সুন্নাত হলো না?

খ. অনেক এলাকায় হিন্দুদের দেওয়ালী পূজার অনুকরণে আলোকসজ্জা করা হয়। কল্পনা করা যায় কত বড় মুর্খতা?

www.amarboi.org

গ. ভিক্ষা করা ইসলামে হারাম। হাদীসে রসূল স. বলেছেন, 'যার এক বেলার খাদ্য আছে সে যেন অপরের কাছে হাত না পাতে।' অথচ এই দিনে ভিক্ষাবৃত্তিকে যেন উৎসাহ দেয়া হয়। আর ঢাকাসহ বড় বড় শহরের মসজিদ ও মাজারগুলোর সামনের রাস্তায় হাজার হাজার ভিক্ষুকের সমাগম হয়। শুনেছি অনেক ধনী ভিক্ষুকও এদিন ভিক্ষাবৃত্তিতে নেমে পড়ে। অনেকে অধিক সওয়াবের আশায় এ রাতে দুহাতে দান করেন। এমন লোকও আছে যারা প্রকৃত ভিক্ষুক নয় কিন্তু এই দিনে সখ করে ভিক্ষা করতে আসে।

এতো গেল রুটি হালুয়ার কথা! এ রাতের ইবাদতের মধ্যে ঢুকে গেছে পরিপূর্ণভাবে আরও অনেক বিদআত। আমি নমুনা স্বরূপ কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি : এটি হাদীস হিসাবে 'বার চাঁদের ফজিলত ও মুকসুদুল মুমীনুন' বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, '১৫ই শাবান সন্ধ্যার পর গোসল করা উচিত। হযরত রসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ১৫ই শাবান রাত্রিতে ইবাদতের নিয়তে গোসল করে তার জন্য প্রতি ফোঁটা পানিতে সাতশ' রাকাত নফল নামাযের সওয়াব লেখা হবে। গোসলের পর দু'রাকাত তাহিয়াতুল অজু' নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরছি ও সূরা ইখলাস তিন বার পড়তে হবে। তাহিয়াতুল অজু শেষ করে আট রাকাত নফল নামায পড়তে হবে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা 'ইন্না আনযালনা হু' একবার ও সূরা ইখলাস ২৫ বার পড়তে। রসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি এই নামায এভাবে আদায় করবে তার সকল গুনাই মাফ হয়ে যাবে। সে সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হবে।'

আরেকটি বর্ণনা এভাবে আছে, শবে বরাতে যে ব্যক্তি একশ' রাকাত নামায পড়বে, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ১১ বার পড়বে তার জন্য কিরামান কাতিবিনকে আল্লাহ এরূপ হুকুম দেবেন যে, আমার এই বান্দার কোন গুনাহ আমল নামায় লিখ না এবং এক বছর পর্যন্ত শুধু তার নেকিগুলোই লেখা হবে। আরো বহু ভিত্তিহীন মনগড়া হাদীস এই শবে বরাতকে উদ্দেশ্য করে তৈরি করা হয়েছে। আসলে এগুলো একটাও হাদীস নয়। অথচ রসূল স. বলেছেন, 'আমি যা বলিনি (অর্থাৎ যা হাদীস নয়) তা যদি কেউ আমার নামে প্রচার করে তাহলে সে যেন জাহান্নামে তার ঘর তৈরি করে নিল।' (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) যারা শবে বরাত উপলক্ষে উপরোক্ত পদ্ধতিতে নামায পড়ে, তারা সম্পূর্ণরূপে বিদআতকারী। আর যারা বই-কিতাব ও ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে ঐ সব জাল হাদীস প্রচার করে— রসূল স.-এর হাদীস অনুযায়ী তারা তাদের ঘর জাহান্নামে তৈরি করে নিয়েছে। (অস্তাগফিরুল্লাহ!)

www.amarboi.org

ইবাদতের নামে সওয়াবের আশায় আর একটি বিদআত আমাদের সমাজে খুব জরুরী মনে করে পালন করা হয়। তাহলো সবিনা খতম। মাইক দিয়ে সবিনা খতম পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েয। যারা খতম পড়েন এবং যারা আয়োজন করেন তারা কেউই এই আমলের দ্বারা লাভবান হতে পারেন না।

মাইক দ্বারা কুরআন পড়লে বাধ্যতামূলকভাবে কুরআনের আওয়াজ সকলের কানে পৌছানো হয়। এতে কোন রোগীর ক্ষতি হতে পারে, কোন ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম ভেঙে যেতে পারে। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে, কুরআনের আওয়াজ কানে যাওয়া সত্ত্বেও অনেকেই আদবের সাথে কুরআন শোনার সুযোগ পায় না। তাই এই কাজ মোটেই জায়েয নয়। এতে বরঞ্চ মানুষকে কষ্ট দেয়া এবং কুরআনকে অপমান করার পাপে পাপী হতে পারে। অথচ কুরআন পাঠের সময় তা মনোযোগ দিয়ে শুনার জন্য তাকিদ দেয়া হয়েছে।

শবে বরাত উপলক্ষে বিশেষ নিয়মের কোন নফল নামাযের কথা সহীহ হাদীস অথবা ফিকহের কিতাবেও উল্লেখ নেই। অতএব ভিত্তিহীন মনগড়া ইবাদত আমরা কেন করব? আমাদের জানতে হবে ইবাদত কাকে বলে? রসূল স. যে কথা যে কাজ যেভাবে করতে বলেছেন সেই কথা, সেই কাজ, সেভাবে করার নাম ইবাদত। আর সেই ইবাদতের কথা জানতে হলে আমাদের বেশি বেশি করে কুরআন ও হাদীস পড়তে হবে। এই পড়া থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই ইবলিশ ও তার দোসররা খুব সহজেই আমাদের দ্বারা বিদআতী, ফাসেকী কাজ করাতে পারে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রসূল স.-এর কাছে জিবরাইল আ.-এর মাধ্যমে প্রথম যে বাণী পাঠিয়েছিলেন মানুষের জন্য, মানব জাতির জন্য, সেই প্রথম কথা, প্রথম অহী, প্রথম দিকনির্দেশনা হলো: 'ইক্বর' বিসমি রাব্বীকাল লাজী খলাক্ব। খলাক্বাল ইনসা-না মিন আ'লাক। ইক্বর' ওয়া রাব্বুকাল আকরাম। আল্লাজী আ'ল্লামা বিল ক্বালাম। আ'ল্লামাল ইনসা-না মা-লাম ইয়া'লাম।' (সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত)।

এর সরল অর্থ, 'পড়! তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে মানুষকে। পড়, তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা সে জানতো না।'

আল্লাহর তরফ থেকে উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর প্রথম নির্দেশ। প্রথম ফরজই হলো 'পড়' অত্যন্ত বেদনার সাথে বলতে হয় আমরা পড়াই ছেড়ে দিয়েছি। রসূল স.

www.amarboi.org

বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, 'তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তা যদি তোমরা আঁকড়ে ধরে রাখ, তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো, কুরআন ও আমার সুন্নাহ। তারপরও আমরা কুরআন-হাদীস পড়ি না, অধ্যয়ন করি না, বুঝি না। আর এই সুযোগেই ইবলিশ আমাদের দিয়ে ইবাদতের নামে বিদআত করাচ্ছে, দ্বীনদারির নামে করাচ্ছে ফাসেকি কাজ।

শাবান মাস যে বরকতময় মাস, এ মাসে রসূল স. বেশি করে সিয়াম পালন করতেন। এতে তো কোন সন্দেহ নেই। আমরাও এ মাসে বেশি করে নফল সিয়াম পালন করতে পারি। এই বছরের জন্য এই মাসের ১৫ তারিখ শেষ নফল সিয়াম। কারণ রসূল স. বলেছেন, 'তোমরা শাবানের ১৫ তারিখের পরে আর নফল সিয়াম করো না।' এই রাতে নফল সালাত আদায়ও নিঃসন্দেহে সওয়াবের কাজ। আর নফল সালাত তো প্রতি রাতের জন্যই সওয়াবের আমল। কিন্তু তাই বলে মনগড়া নিয়ম পদ্ধতিতে নফল পালন করার নাম সওয়াব নয়। ফরজের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে নফল নামায পড়ার মধ্যে সাওয়াব নেই।

সকল মুসলিম উম্মাহর প্রতি আহবান জানাচ্ছি, আসুন আমরা কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন করি, তাহলে ইবাদত ও বিদআতের পার্থক্য বুঝতে পারব। নিজেকে সত্যিকার অর্থে মুমীনরূপে গড়ে তুলতে হলে, সর্বপ্রকার বিদআতী-ফাসেকি থেকে রক্ষা পেতে হলে, ইবলিশের ধোঁকা থেকে বাঁচতে হলে, পড়ার কোন বিকল্প নেই। তাই আসুন আমরা বুঝে, উপলব্ধি করে কুরআন পড়ি, হাদীস পড়ি এবং সমাজের প্রত্যেক মুসলিমের কাছে পৌঁছে দেই তার দাওয়াত। আমাদের সমাজটা সত্যি সর্বপ্রকার গুনাহ ও কুসংস্কারে জর্জরিত হয়ে আছে। সমাজকে শেরক, বিদআত, ফাসেকী থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। মহান আল্লাহ যেন আমাদের ইবাদত ও বিদআতের পার্থক্য বোঝার তৌফিক দান করেন। আমীন।

www.amarboi.org

লাইলাতুল কদর

লায়লাতুল কদর এমন এক মহিমান্বিত বরকতময় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ফজিলতপূর্ণ রাত্রি যার শ্রেষ্ঠত্বের ওপর কুরআনে পূর্ণ একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। অন্য কোন দিন, রাত বা মাসের জন্য এভাবে কোন সূরা নাযিল হয়নি।

ক. হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. রমজানের শেষ দশ দিন মসজিদে অবস্থান করতেন (এতেকাফ করতেন)। তিনি বলতেন, তোমরা রমজানের শেষ দশ দিন কদরের রাত অনুসন্ধান কর। (তিরমিজি, বুখারী ও মুসলিম)

খ. যির র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনে কাব রা.-কে বললাম, 'হে আবুল মুনাযির এই যে সাতাশের রাত লাইলাতুল কদর তা আপনি কিভাবে জানলেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই! রসূলুল্লাহ স. আমাদের বলেছেন যে, এই রাতের পরবর্তী সকালে সূর্য আলোক রশ্মিহীন অবস্থায় উদিত হয়। তা আমরা গুণে ও স্মরণ করে রেখেছি।'

গ. আলী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. রমজানের শেষ দশকে তাঁর পরিবারের লোকদের ইবাদতে মশগুল হওয়ার জন্য ঘুম থেকে জাগাতেন। (তিরমিজি)

ঘ. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল্লাহ স. রমজানের শেষ দশ দিন এত অধিক সাধনা করতেন যা অন্য সময়ে সেরূপ করতেন না। (তিরমিযি, মুসলিম)

কদরের রাত অর্থাৎ রমজানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত এবং এ রাতের ইবাদত অন্য সময়ের হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ রাতে রসূল স. নিজে তার পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীগণ রাত জেগে ইবাদত করতেন। এতে কারো কোন প্রকার সন্দেহ নেই। হযরত আয়েশা রা. বলেন, একবার আমি রসূল স.-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি লায়লাতুল কদর পাই তবে আমি সেই রাতে কি দোয়া করব? তিনি বললেন, তুমি পড়বে, আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওন তুহিবুল আফওয়া ফা'ফু' আন্নী অর্থাৎ মাবুদ! তুমি ক্ষমাশীল! ক্ষমা করাকে পছন্দ কর। অতএব আমাকে ক্ষমা করা।'

মহান আল্লাহ এ রাত সম্পর্কে বলেন :

ক. আমি এ (কুরআন) নাযিল করেছি কদরের রাতে।

খ. তুমি কি জানো কদরের রাত কি?

গ. কদরের রাত হাজার মাসের চাইতেও উত্তম।

ঘ. ফেরেশতারা ও রূহ এই রাতে তাদের রবের অনুমতিক্রমে প্রতিটি হুকুম নিয়ে নাযিল হয়।

www.amarboi.org

৬. এ রাতটি পুরোপুরি শান্তিময় ফজরের উদয় পর্যন্ত। (সূরা কদর)

সূরা আদ দুখানে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আমি তা (কুরআন) বরকতময় রাতে নাযিল করেছি। নিশ্চয়ই আমি মানুষদের সতর্ককারী। ঐ বরকতময় রাতে প্রতিটি হেকমতপূর্ণ বিষয় আমার তরফ থেকে সিদ্ধান্ত হয়ে জারি হয়।'

অতএব ঐ রাতটি মানে কদরের রাতটি যে বরকতময় তা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো : এই রাতটি কেন এত গৌরবময়, বরকতময়, হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এই রাতের জন্য এই মাসটিকেও মহান আল্লাহ মার্যাদা দিয়েছেন। তাই তো এই মাসের রোযা রাখাকে তিনি ফরজ করেছেন। এই রাতটি কেন এত দামী তা মহান আল্লাহ বলে দিলেন সূরা কদরের প্রথম আয়াতেই, 'আমি এ কুরআন নাযিল করেছি কদরের রাতে।' এই রাতের এত মর্যাদা এই একটি মাত্র কারণে। এ রাতের মর্যাদার কারণে কুরআন নাযিল হয়নি, বরং কুরআন নাযিল হওয়ার কারণে রাতটির মর্যাদা বেড়ে গেছে। রাতটি বরকতময় হয়ে গেছে। আর সেই কারণেই এই মাসটিও হয়েছে গৌরবময়। হয়েছে রমজানুল মোবারক। মূল কথা হলো কুরআন। কুরআন নাযিল হওয়ার কারণেই এই মাস ও এ রাতের মর্যাদা এত অধিক।

অতএব, এই রাতের ফজিলত, এই রাত জেগে ইবাদত করলে সওয়াব তখনই নসীবে জুটবে যখন কুরআন মজিদকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সবার উর্ধ্বে মেনে চলে পরিপূর্ণভাবে মর্যাদা দেয়া হবে, সম্মান দেয়া হবে, নতুবা ঐ হাজার রাতের সমান মর্যাদাময় রাত্রি জাগরণ করে কোন লাভ হবে বলে আমি মনে করি না।

যেমন আমাদের সমাজে বরযাত্রীর খুব সম্মান করা হয়। বরযাত্রীর খাওয়ার আগে সাধারণ মানুষকে খেতে দেয়া হয় না। বরযাত্রীরা দুচার খান প্লেট গ্লাস ভেঙে ফেললেও কিছু বলা হয় না। বরযাত্রীদের আপ্যায়ন করার জন্য কনের বাড়ির লোকজন তটস্থ হয়ে থাকে। রান্নাবান্নার উত্তম আয়োজন করা হয়। বরযাত্রী আসার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে বসে থাকে লোকজন। কিন্তু যদি এমন হয় বরযাত্রী এসে গেছে কিন্তু বর আসেনি। বরযাত্রীরা সবাই বললো, বর আসবে না, আমাদের খাবার-দাবার দিন। কি বলেন, বরযাত্রীর সাথে যদি বর না আসে এবং বিয়ে ভেঙে যায়, তাহলে এই বরযাত্রীকে কি কেউ খাবার দেবে? বাস্তবে এই বরযাত্রীর ভাগ্যে তিরস্কারই জুটবে। কারণ বরযাত্রীর সম্মান 'বর'-এর কারণে। বর নেই তো বরযাত্রীর সম্মানও নেই।

ঠিক তেমনি এই রাতের সম্মান কুরআনের কারণে। কুরআনকে যদি সম্মান করা না হয়, মান্য করা না হয়, তাহলে সারারাত জেগে যতই ইবাদত করা হোক না

www.amarboi.org

কেন এই রাতের কোন ফজিলত বা সওয়াবই পাওয়া যাবে না। এ রাত কুরআন নাযিলের রাত। এই মাস কুরআন নাযিলের মাস। তাই তো এ মাসে কুরআন পড়লে অন্য মাসের চেয়ে হবে ৭০ থেকে ৭০০ গুণ বেশি সওয়াব। এই সওয়াবের কথা আমাদের সমাজের প্রত্যেকটি মুসলিম জানে। কুরআনের একটি হরফ পড়লে অন্য সময় দশ নেকী এ মাসে পড়লে ৭০০ থেকে ৭ হাজার নেকী!

কিন্তু পড়লেই কি নেকী পাওয়া যাবে? কুরআনকে সম্মান করা, মান্য করা আর পড়া কি একই কথা? অনেকেই বলবেন, আমরা তো কুরআনকে মান্য করি। অজু ছাড়া কুরআন ধরি না, রেহালের ওপর রেখে আদবের সাথে পড়ি। পড়ে চুমু খেয়ে তাকের ওপর তুলে রাখি। এর নাম কি মান্য করা, সম্মান করা? মান্য করা মানে কুরআনের হুকুম মত চলা। কিভাবে মানতে হবে তা জানিয়ে দিলেন রসূল স.। কুরআনে এ বিষয়ে পাঁচ ধরনের আয়াত আছে : হালাল, হারাম, মুহকাম, মুতাসাবিহ ও আমসাল। রসূল স. বলেন, তোমরা হালালকে হালাল জেনে গ্রহণ করবে, হারামকে বর্জন করবে। মুহকাম অনুযায়ী আমল করবে। মুতাসাবিহর ওপর ঈমান আনবে, আমসাল থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ আমরা মুহকাম, মুতাসাবিহ ও আমসাল বুঝতে পারিনি। রসূল স. বললেন, মুহকাম ঐ সব আয়াত যা তোমরা স্পষ্ট বুঝতে পারো অর্থাৎ আদেশ-নিষেধসম্বলিত আয়াত। মুতাসাবিহ ঐ সব আয়াত যা তোমরা বুঝতে পারো না অর্থাৎ আখেরাত, ফেরেশতা, বেহেশত-দোযখ যার সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। যা কিছু অস্পষ্ট তা নিয়ে তর্ক করবে না, বিশ্বাস করবে। আর আমসাল হলো ঐ সব আয়াত যা পুরানো দিনের ঘটনা উল্লেখ করে উপদেশ দেয়া হয়েছে। যেমন- নূহ আ., ইব্রাহিম আ., মুসা আ. ও অন্যান্য নবী-রসূলদের সাথে নমরূদ, ফেরাউন, কারুনদের কথা। কুরআনকে এভাবে বোঝা ও মানার নাম হলো সম্মান করা ও মান্য করা। কুরআনেই মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে ফায়সালা করে দেন, তখন নিজের ব্যাপারে কোন স্বতন্ত্র ফায়সালা করার অধিকার কোন মুমীন পুরুষ বা নারীর নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করেছে, সে স্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে।' (আল আহযাব-৩৮)

'না তোমার প্রভুর শপথ! তারা কখনোই মুমিন হতে পারে না যতোক্ষণ না তারা নিজেদের পারস্পরিক বিরোধে (হে নবী) তোমাকেই ফায়সালাকারী না মানবে। আর তুমি যে ফায়সালা দেবে সে সম্পর্কে নিজেদের মনের ভেতরও কোনরূপ দ্বিধা বোধ করবে না, বরং নির্দ্বিধায় তা মেনে নেবে।' (আন নিসা-৬৫)

www.amarboi.org

এমনি আরও অসংখ্য আয়াত আছে কুরআনে। যাতে বলা হয়েছে, কুরআনের বর্ণিত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, পরিচালিত করতে হবে। কিন্তু তা না করে প্রতি দিন, প্রতিক্ষণ, প্রায় প্রতিটি কাজে-কর্মেই যে আমরা কুরআনের আদেশ-নিষেধ অমান্য করে, উপেক্ষা করে চলছি! তারপরও কি বলা যাবে কুরআনকে আমরা মান্য করি, সম্মান করি? কোন চাকর যদি মালিকের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ না করে মালিকের দেয়া কাজের ধারাগুলো কেবল বার বার পড়তে থাকে কিংবা আবৃত্তি করতে থাকে, এতে কি মালিককে মান্য করা হয়, না মালিকের সাথে তামাশা করা হয়। বলুন, এতে মালিক কি তুষ্ট হবেন না রাগান্বিত হবেন? লায়লাতুল কদরের ফজিলত যদি সত্যি হাসিল করতে চাই তাহলে কুরআন বুঝতে হবে। কুরআনের আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলতে হবে। এমনকি এর প্রকৃত সত্যের ভেতরে অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যাতে করে প্রতিটি মানুষের জীবনে এর বাস্তবায়ন হয় হাতে-কলমে। আমাদের সমাজের দিকে তাকালে সত্যিই হতাশ হতে হয়। দেখা যায় ঘটা করে, লাইলাতুল মেরাজ, লায়লাতুল বরাত, লায়লাতুল কদর পালন করা হচ্ছে, অথচ এর মূল শিক্ষার দিকে এতটুকু নজর নেই কারো, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মূর্ত হয়ে ওঠা উচিত।

এ যেন হিন্দুদের মত আনুষ্ঠানিক ইবাদত। আর একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে, এসব রাতের ইবাদত যত বিপুল সওয়াবেরই হোক না কেন এসব কিন্তু নফল ইবাদত। মহান আল্লাহ যে সব ইবাদত আমাদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন তা সার্বিকভাবে আদায় না করে রাত জেগে যত নফল ইবাদতই করা হোক না কেন তার কোনই মূল্য নেই আল্লাহর দরবারে।

ফরজ কাজের মান হলো '১' এর মত। আপনার যদি ১ থাকে তাহলে আপনি নফল ইবাদত করবেন আপনার ১ এর পাশে '০' যোগ হবে যেমন- ১০,০০০...ইত্যাদি। এভাবে আপনার ইবাদতের মূল্য বৃদ্ধি হতে থাকবে। আর যদি '১'-ই না থাকে তাহলে যত নফল ইবাদতই আপনি করুন না কেন আমল নামায় শুধু ০, ০, ০ (শূন্য)-ই থাকবে।

ফরজ ও নফলের পার্থক্য কেমন তা আমাদের বুঝতে হবে আরও স্পষ্ট ও সহজভাবে। মনে করুন, আপনার একটি কাজের মেয়ে আছে যে আপনার দেয়া নির্ধারিত কাজ করার পর বাইরে কোথাও বেড়াতে যায় না। ঘুমায়ও না কিংবা বসেও থাকে না। সে এমন আরও কাজ করতে চায় যা আপনি পছন্দ করেন। যেমন- চিরুনীটা হাতে নিয়ে বলে, খালাম্মা আপনার চুল আচড়ে দিই। চুল বেঁধে দিই। কিংবা আপনি হয়ত পা ব্যথায় একটু কষ্ট পাচ্ছেন। সে তার ওপর অর্পিত

www.amarboi.org

সব কাজ করার পরও স্বেচ্ছায় আপনার পায়ের কাছে বসে বলছে, খালাম্মা আপনার পা'টা একটু টিপে দিই। এই কাজগুলো করার কারণে তার প্রতি আপনার অন্য রকম একটু করুণা ও দয়া সৃষ্টি হবে। আপনারও মাঝে মাঝে ইচ্ছা হবে নির্ধারিত বেতনের পরও তাকে অতিরিক্ত কিছু দিতে। এই কাজটুকুর নামই নফল কাজ।

আর একটি কাজের মেয়ের উদাহরণ নিন। সে আপনার দেয়া নির্ধারিত কাজ করে না। আপনি যে কাজের জন্য তাকে বেতন দিয়ে রেখেছেন সেগুলো সে করতেই চায় না, কিন্তু সব সময় আপনার মাথায় চিরুনী করতে চায়, পা টিপে দিতে চায়। এই মেয়ের প্রতি কি আপনি খুশি হবেন? আপনি তাকে বলবেন না যে আমার মাথায় চিরুনী করার জন্য তো তোমাকে বেতন দিয়ে রাখিনি। তুমি আমার প্রয়োজনীয় কাজ না করলে আমি অন্য মানুষ রাখব।

নফল ইবাদতের ব্যাপারটাও ঠিক তেমনি। আল্লাহর দেয়া নির্ধারিত আদেশ-নিষেধ সঠিকভাবে পালনের পর নফল সিয়াম, নফল সালাতে মহান আল্লাহ বান্দার ওপর খুবই সন্তুষ্ট হয়ে যান। কিন্তু ফরজকে উপেক্ষা করে নফল ইবাদত করলে মহান আল্লাহ তার সেই ইবাদতকে উপেক্ষা করেন।

তাই আসুন কুরআন পড়ি, কুরআন বুঝি, কুরআনের নির্দেশ মেনে চলি এবং নিষ্ঠার সাথে নফল ইবাদতগুলো পালন করি। ইবাদতের নামে বিদআত যেন না করি। ফাসেকী-বিদআতী থেকে যেন দূরে থাকি। তাহলেই এই ইবাদতের দিনগুলো, রাতগুলো কল্যাণময়, বরকতময় ও অর্থবহ হয়ে উঠবে আমাদের কাছে। মহান আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুন। আমীন।

তথ্য সূত্র :

১. সীরাত ইবনে হিসাম।
২. সহীহ আল বুখারী।
৩. তাফহীমুল কুরআন।

www.amarboi.org

রিমঝিম প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বইসমূহ

নির্বাচিত কুরআন ও হাদীস সংকলন	২৫০/-
আমি বারো মাস তোমায় ভালোবাসি	২৫/-
ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০/-
ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২	৪০০/-
দাইউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না	২৫/-
শিরকের শিকড় পৌঁছে গেছে বহুদূর	২৫/-
জিলহজ্ব মাসের তিনটি নিয়ামত	২৫/-
সন্তান লালন পালনে আদর্শ মায়ের ভূমিকা	২৫/-
মানুষের জন্য মানুষ	২৫/-
হাদীসে কুদসী	৬০/-
গীবত	৬০/-
আমরা কোন স্তরের বিশ্বাসী ও কোন প্রকৃতির মুসলমান?	২৪/-
কুরআন ও হাদীসের আলোকে মরণ ব্যাধি দুর্নীতি	২৫/-
মুসলিম নারীদের দাওয়াতী দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৫/-
স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের বিশটি উপদেশ	২৫/-
আমার অহংকার (কবিতা)	৭০/-
স্বপ্নের বাড়ি (গল্প)	১০০/-
আমাদের শাসক যদি এমন হত	৮০/-
চেপে রাখা ইতিহাস	৩০০/-
ইতিহাসের ইতিহাস	৩০০/-
বাজেয়াপ্ত ইতিহাস	১৫০/-
ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায়	২০০/-
সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে	৩০/-
মানুষ কী মানুষের শত্রু	২৫/-
নামাজের ১১৫টি সুন্নাত ও ৪৫টি সুন্নাত পরিপন্থী কাজ	২৫/-
নেককার ও বদকার লোকের মৃত্যু কিভাবে হবে	২৫/-
তাওবাহ কেন করব কিভাবে করব	২৫/-
আসুন সঠিক ভাবে রোযা পালন করি	২৫/-
কবি মাসুদা সুলতানা রুমী : একটি নাম একটি প্রতিশ্রুতি	১০০/-
কবি মাসুদা সুলতানা রুমী যেভাবে আলোর পথে এলেন	২৫/-
দীনের দাওয়াত না দেয়ার ভয়াবহ পরিণাম	২৫/-
আল্লাহ তার নূরকে বিকশিত করবেনই	২৫/-
সাহাবীদের ১৩টি প্রশ্ন আল্লাহ তাআলার জবাব	২৫/-
মহিমান্বিত তিনটি রাত	২৫/-
কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-১	২৫/-
মৃত ব্যক্তির জন্য ইসলামী শরীয়াহ কী বলে আমরা কী করি	২৫/-
নামাজের পর হাত তুলে সম্মিলিত দোয়া পক্ষে-বিপক্ষে ও সমাধান	৩০/-
পুরুষের পর্দা ও নারীর পর্দা	২৫/-
দৈনন্দিন জীবনে রাসূল (স.)-এর সুন্নাত	২৫/-
মাসুদা সুলতানা রুমী রচনাসমগ্র-১	২৫০/-
মাসুদা সুলতানা রুমী রচনাসমগ্র-২	২৫০/-
কেমন জান্নাতে আপনি থাকবেন	৩০/-
সালাম আদান-প্রদান একটি জান্নাতি আমল	২৫/-
রাসূল (সা.)-এর হাদীস	৫০/-
বিশ্বনবী রাসূল (সা.)-এর নির্বাচিত হাদীস	৫০/-
মহানবীর সা. শেখানো দু'আ ও যিকির	৩০/-
আল কুরআনের গল্প শোনো গল্প নয় সত্য জেনো	৩০/-
মহানবীর সা. মাসনুন দোয়া ও জিকির	১০০/-
গীবত, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, অহংকার ও চোগলখোরী থেকে বাঁচার উপায়	৩২/-
পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয়	৩২/-
সূরা আল ফাতিহার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও শিক্ষা	২৫/-
সূরা আল কুদরের মর্মকথা ও মৌলিক শিক্ষা	২৫/-
হিসনুল মুসলিম দৈনন্দিন যিকির ও দু'আর সমাহার	৮০/-
সাহাবীদের সোনালী জীবন	৩৫/-
কবরবাসী	২৫/-
একটি শোক সংবাদ	২৫/-

রিমঝিম প্রকাশনী

বাংলাবাজার : বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৩য় তলা) দোকান নং-৩০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবা : ০১৭৩৯২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮

কুষ্টিয়া : বটতৈল কেন্দ্রীয় ঈদগাহ সংলগ্ন, বটতৈল, বিসিক শিল্প এলাকা, কুষ্টিয়া। মোবা : ০১৭৩৯২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮